শরীয়ত আগে
না হুকুমত আগে

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ নাছির হোসাইন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শরীয়ত আগে না হুকুমত আগে

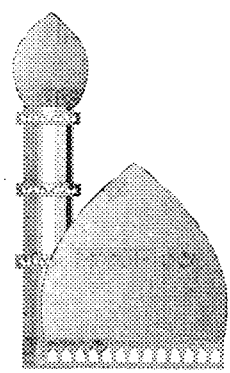

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ নাছির হোসাইন

www.pathagar.com

গবেষণা ও প্রকাশনায়ঃ

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ নাছির হোসাইন
বাড়ী নং- ৩৫০ (৩য় তলা)
রোড নং- ১৩
সিডিএ আ/এ
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

সহযোগিতায়ঃ

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

প্রকাশ কালঃ

৩০ নভেম্বর ২০০১ ঈসায়ী

কম্পোজঃ

আল-মদিনা কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণেঃ

বায়তুশ শরফ কম্পিউটার এণ্ড অফসেট প্রিন্টার্স
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এ পুস্তিকাটি আমার মরহুম আব্বার রূহের মাগফেরাতে নিবেদিত -

যাঁর রক্তপানি করা শ্রমে আমরা-ভাই বোনেরা লালিত-পালিত হয়েছি, যার জন্য আমৃত্যু আব্বাকে অভাব-অনটনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে -

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ٥

হে রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। আয়াত- ২৪; সূরা বনী-ইসরাইল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার -যিনি দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সকল প্রাণী-সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক। দরূদ ও সালাম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের, আহলে বাইত ও আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দাহদের প্রতি।

"শরীয়ত আগে-না হুকুমত আগে", নিশ্চয়ই এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী জিজ্ঞাসা। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও সচেতন মুসলমানের নিকট এটি একটি মৌলিক বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ হওয়া স্বত্ত্বেও প্রশ্নটি যে বহুল উত্থাপিত এবং আলোচিত নয়-তা অনায়াসে বলা যায়। অথচ বর্তমান বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ৫০টিরও অধিক দেশে ইসলামের বিভিন্নমুখী খেদমতে যাঁরা আন্তরিকভাবে নিবেদিত, তাঁদের সকলকে নিজেদের কল্যাণে-জাতির কল্যাণে-সর্বোপরি বিশ্বমানবতার কল্যাণে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া জরুরী।

"শরীয়ত আগে - না হুকুমত আগে", একজন সচেতন ইসলামের কর্মী হিসেবে এ প্রশ্ন বেশ কিছুদিন হয় আমার মনে জেগেছে। কুরআন-হাদীস নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার কারণে বিষয়টি দিন দিন অধিকতর গুরুত্ববহ হয়ে আমার বিবেককে তাড়া করেছে। জাহাজী জীবন-ব্যতিক্রমধর্মী জীবন। একদিকে সময় ও সুযোগের অভাব, অন্যদিকে যোগ্যতার অভাব-তাই বিষয়টি সদা-সর্বদা আমার মনে জাগরূক থাকা স্বত্ত্বেও এতদিন এ বিষয়ে লেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অবশেষে ২০০০ সালের শেষের দিকে আমি এ লেখায় হাত দেই।

দেশের সিংহভাগ লোক ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায়, ইসলামপন্থী বিভিন্ন দল-মত এ লক্ষ্য অর্জনে অনেকদিন ধরে বহুমুখী প্রচেষ্টায় নিবেদিত। অথচ সমাজে পরিপূর্ণ ইসলাম বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও সাফল্যের ব্যবধান অনেক। বিশেষ করে, বর্তমানে নৈতিক চরম অবক্ষয়ের ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে- সংবেদনশীল মানব-মনকে ভাবিয়ে তোলার জন্য তা যথেষ্ট, সমস্যা সমাধানের - লক্ষ্য অর্জনের

www.pathagar.com

কার্যকরী পথ-প্রক্রিয়া নির্ণয়ে সচেতন ব্যক্তির মাত্রই এগিয়ে আসার কথা। বস্তুতঃ এ হিসেবে লেখাটা বর্তমান ক্রান্তিকালেরই দাবী রূপে বিবেচিত হতে পারে।

"শরীয়ত আগে - না হুকুমত আগে", এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার ব্যাপারে আমার সীমাবদ্ধতার কারণে সবসময় সজাগ থাকতে চেষ্টা করেছি - মহান আল্লাহর হেদায়েতের মুখাপেক্ষী হয়েছি।

এ পুস্তিকার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হচ্ছে "সৎ কাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ- ইসলামের চিরন্তন জিহাদ।" মূল উপস্থাপনা "শরীয়ত আগে - না হুকুমত আগে" এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন ইসলামী সাময়িকীতে পূর্বে প্রকাশ পাওয়া এ প্রবন্ধটিও এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এ পুস্তিকাটির প্রবন্ধ দুটি লেখা হয় মূলতঃ ২০০০ সালের রমজান মাসে। রহমত, মাগফেরাত আর নাজাতের মাস হচ্ছে মাহে রমজান। সুতরাং এ মহিমান্বিত মাসের বরকতপূর্ণ সময়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ মূল্যায়ন সবিনয়ে আশা করছি। আর এর বদৌলতে দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমে এতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা তৈরীতে সহায়তা হলে তা সংশ্লিষ্ট সকল সহ আপামর জনসা 'রণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের উছিলা হতে পারে।

ঘরে-বাইরে, অনেকে বিভিন্নভাবে এ পুস্তিকা রচনায় ও প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ - আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

পরিশেষে - ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ যে সোনালী ভবিষ্যত- যে পরিপূর্ণ শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন - তা বিনির্মাণে সকলের আন্তরিক যথাসাধ্য প্রয়াস কামনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী সে এলম - সে তওফিক দান করেন। আমীন।

বিনীত-

চট্টগ্রাম-
তারিখ ঃ ২৫ নভেম্বর ২০০১

(ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ নাছির হোসাইন)

www.pathagar.com

শরীয়ত আগে-না হুকুমত আগে

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ق ف

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা) একমাত্র ইসলাম। আয়াত ১৯; সূরা আলে ইমরান।

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহতা'য়ালা মানব জীবনের সবচেয়ে মৌলিক যে জিজ্ঞাসা, তার দ্ব্যর্থহীন জওয়াব দিয়েছেন। মানব জন্মের লক্ষ্য কি,তার শেষ পরিণতিই বা কি, কোন্ পথ মানুষের সার্বিক কল্যাণের, কোন্ পথে রয়েছে মানুষের ক্ষতি-যুগে যুগে এবং এমন কি বর্তমানেও জাতির হিতাকাঙ্খী, চিন্তাশীল লোকেরা এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন- চেষ্টা-সাধনা করে এগুলোর যথার্থ উত্তর পেতে গলদঘর্ম হয়েছেন। কিন্তু পুরোপুরি সত্য, নির্ভুল জীবন-ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়- তার নাগাল তারা পাননি। ভ্রান্ত মত-পথ-আদর্শের শিকার হয়ে পরিণামে মানুষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, মানুষে মানুষে হানাহানিতে মানবতা পর্যুদস্ত হয়েছে, মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার ফলে আকাশ-বাতাস পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে। আর ব্যতিক্রম বাদে এটাই তো মানব জাতির গত কয়েক শতাব্দীর জানা ইতিহাস।

আসলে মানুষ মানুষ হওয়ার কারণে তার জন্য যে জীবন-ব্যবস্থার দরকার, তার নির্ভুল স্বরূপ খুঁজে পেতে সে অক্ষম। সন্দেহ নেই - মানুষ আশরাফুল মাখ্লুকাত-সৃষ্টির সেরা। কিন্তু সে তো দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। যাবতীয় সৃষ্টি সম্বন্ধে তার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, তার দর্শন-শ্রবণ-চিন্তার সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যত সম্বন্ধে তার অজ্ঞতা-এগুলো তো কোন সময়ে ঘুঁচবার নয়। মানুষের এ যে দুর্বলতা-এগুলো মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এ দুর্বলতার স্বীকৃতিতে মানুষ খাটো হয় না বরং সত্যের প্রকাশে, সত্যের স্বীকৃতিতে মনুষ্য বিবেক কালিমামুক্ত হয়, তার অন্তরচক্ষু খুলে

www.pathagar.com

যায়, সত্য সিদ্ধান্তের পথ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সার্বিক এবং পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা উদ্ভাবনে মানুষের যত দুর্বলতা, শুধু সেগুলো নয় বরং যাবতীয় দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ জাল্লাশানুহু পবিত্র, মুক্ত। তাই একমাত্র মহান আল্লাহতা'য়ালার পক্ষে সম্ভব এমন উচ্চকণ্ঠে, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা -

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।

পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। আসলে আল্লাহর নেয়ামতের কোন তুলনা হতে পারে না। তার এক একটি নেয়ামতের কোন বিকল্প নেই। উদাহরণ স্বরূপ-এটা আল-কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, ইসলামের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। কার্যকরী জীবন ব্যবস্থার যে সব বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ আবশ্যক-সেগুলোর কোন কমতি নেই ইসলামে বরং বিশ্বপ্রকৃতি, মানবপ্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল হচ্ছে ইসলাম। ইসলামে নেই কোন সংকীর্ণতা বরং রয়েছে প্রশস্ততা, ইসলামে নেই কোন স্থূলতা বরং রয়েছে গভীরতা, ইসলামে নেই কোন সাম্প্রদায়িকতা, বিপরীতে রয়েছে সার্বজনীনতা। ইসলামে নেই কোন স্বেচ্ছাচারিতা বরং রয়েছে শৃঙ্খলা। বস্তুতঃ শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূলমন্ত্র। ইসলাম মানুষের ইন্দ্রিয়, রিপুকে সংযত, শৃঙ্খলিত করে তার মানবীয় স্বত্তার বিকাশ চায়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত -তাঁর দাসত্ব করার জন্য। সৃষ্ট বস্তু, সৃষ্ট জীব স্রষ্টার হুকুম-আহকাম মেনে চলবে, সংযমী হয়ে স্রষ্টার আনুগত্য করবে সব সময়- এটাই তো বিবেকের দাবী। আর সর্বক্ষেত্রে সব সময় আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টজীব মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ-তার ইহকাল, পরকালে কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তা।

আর "ইসলাম' ও এসেছে মূল শব্দ 'সালাম' থেকে-যার অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা, শান্তি। সুতরাং আভিধানিকভাবে 'ইসলাম' অর্থ যেমন শান্তি, তেমনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও ইসলাম মানুষের সার্বক্ষণিক শান্তি নিশ্চিত করতে চায়। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সমাজের সবার পরম আরাধ্য বস্তু যে শান্তি-এটা তো কেহ অস্বীকার করতে পারবে না। তাই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য ইসলাম সকল মানুষকে সব সময় উদাত্ত আহবান জানায়।

কিন্তু শুধু ইসলামে বিশ্বাসী হয়ে মুসলমান হলেই মানুষের আকাঙ্খিত শান্তি নিশ্চিত হয়ে যায় না। বর্তমান বিশ্বে যে ৫০টিরও অধিক মুসলিম দেশ রয়েছে, সেগুলোতে মুসলমানরা যে শান্তিতে নেই- সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তা নয়, বরং চরম উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে- প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে সামাজিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা দিন দিন বেড়ে চলছে। আর প্রায় ৯০% মুসলমানের দেশ-বাংলাদেশ এ ব্যাপারে খুব সম্ভব বর্তমান রেকর্ডধারী। দিনে দুপুরে আদালত প্রাঙ্গণে মানুষের খুন হওয়ার ঘটনা, পুলিশের দপ্তরে এবং আবাসিক কমপ্লেক্সে লাশ উদ্ধারের আলামতে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা কোথায় ঠেকেছে-তা অনুমান করার জন্য যথেষ্ট। কি দালানবাসী-কি বস্তিবাসী, কি পেশাজীবি - কি শ্রমজীবি, কি শাসক-কি শাসিত- সবার মাঝে একটা অশান্তি বিরাজ করছে। সমাজের সকল স্তরে কেমন যেন একটা ছন্দ পতনের অবস্থা; যা হওয়ার নয় - তা হচ্ছে, আর যা হওয়ার কথা-তা হচ্ছে না। বঞ্চিত, শোষিত এবং শাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অশান্তির কারণ না হয় কিছুটা অনুধাবন করা যায়- কিন্তু যারা বিত্তশালী, প্রতাপশালী, ক্ষমতাশালী -তাদের অশান্তির কি কারন থাকতে পারে? আসলে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার মোড়কে পাশ্চাত্যের বিভিন্নমুখী অপতৎপরতায় মুসলিম দেশগুলোর প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্রম প্রসার ও বিস্তারে ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী নীতি-নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট দেশগুলো থেকে ক্রমেই বিদায় নিচ্ছে আর পরিণামে সমাজের সর্বস্তরে, সকল শ্রেণীতে অশান্তির কালো ছায়া, কালো থাবা বিস্তৃত হচ্ছে।

মুসলমান হয়েও ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে দুনিয়ায় অশান্তি আর আখিরাতে শান্তি কারো কাম্য হতে পারে না। তাই সচেতন মুসলমান মাত্রকে এর প্রতিকার নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা উচিত।

মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামে দাখিল হয়ে-মুসলমান হয়ে মহান আল্লাহর

www.pathagar.com

অনুগত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম, বাধা- নিষেধ মেনে চলা-তাই ঈমানের দাবী। মুসলমানের এই যে আল্লাহর দাসত্ব, আল্লাহর সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলার অঙ্গীকার-এটা কোন স্থান-কালে সীমাবদ্ধ নয়, বান্দার জন্য আল্লাহর এই দাসত্ব ক্ষণিকের নয়-সার্বক্ষণিকের, শুধু মসজিদে-জায়নামাজে নয় বরং কর্মমুখর অঙ্গনের সর্বত্র- সব জায়গায়, শুধু আনুষ্ঠানিকতা বা লোক দেখানোর নয় বরং সত্যিকার আন্তরিকতার, ভক্তি-শ্রদ্ধার।

কোন্ জায়গায় আল্লাহ নেই - সব জায়গায় তো আল্লাহ রয়েছেন তাঁর পরিপূর্ণ সত্ত্বা এবং গুণাবলী নিয়ে। সুতরাং তাঁর দাসত্ব হতে হবে সব জায়গায়। কোন্ সময়ে আল্লাহ গরহাজির, অনুপস্থিত- আল্লাহ তো চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী-তন্দ্রা, নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। সুতরাং আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানা দরকার সদা সর্বদা। মুসলমান কোন্ সময়ে মুসলমান নয়? এর উত্তর তো একটিই-মুসলমান সব সময়ই মুসলমান। সুতরাং সচেতন মুসলমান কোন সময় ধর্মনিরপেক্ষ, আল্লাহ নিরপেক্ষ হতে পারে না, বরং তাকে সব সময় হতে হবে আল্লাহ নির্ভর। তাই আল্লাহকে কখনও মানব, কখনও মানব না- আল্লাহর কিছু আদেশ মানব, অন্যগুলো মানব না - ইসলামে এ ধারণা একেবারে অবাস্তব। সুতরাং আংশিক নয়, পুরোপুরিভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে (Totally and completely) দাখিল হতে হবে ইসলামে- একমাত্র তাহলে দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তি নিশ্চিত হবে। এটা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য মুসলমান সমাজ ও দেশের ক্ষেত্রেও। তাই আল্লাহ পাক কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيْطَٰنِ ط إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আয়াত ২০৮; সূরা বাক্বারা।

www.pathagar.com

সুতরাং ইসলামকে খন্ডিত করা, বিভক্ত করা-কোন মুমিনের কাজ হতে পারে না। যারা ইসলামকে কেবলমাত্র মসজিদের পরিসীমায় অথবা ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ রাখতে চায় এবং সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামী অনুশাসন অনুসরণের বিরোধীতা করে, তারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আর এটা তো আল্লাহরই বলা কথা। মানবতার শত্রু অভিশপ্ত শয়তানের পথে শান্তি, নিরাপত্তা আসতে পারে না। বরং যতবেশী আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত শয়তানের অনুসরণ করা হবে-শান্তি, নিরাপত্তা ততবেশী দূরে চলে যাবে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি-মানুষের প্রাচুর্য এসেছে, কিন্তু শান্তি আসেনি। মানুষ ক্ষমতা পেয়েছে, আর শান্তি বিদায় নিয়েছে। মানুষ আধুনিক, প্রগতিশীল হওয়ার ভান করেছে আর তার ঘর, মন থেকে শান্তি নির্বাসিত হয়েছে-পলায়ন করেছে। দেশে-দেশে, জনে-জনে একই অবস্থা। সুতরাং কাঙ্খিত শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হওয়া ছাড়া মুসলমানের অন্য কোন বিকল্প নেই।

মানুষ সৃষ্টির সেরা, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়-বরং যাবতীয় সৃষ্টজীবের তুলনায় মানুষ সবচেয়ে বেশী পরনির্ভরশীল। এই পরনির্ভরশীলতা মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে নানাভাবে প্রেরণা দেয়। মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে একে অন্যের সহযোগী হয়ে চলার আকাঙ্খা থেকে যুগে যুগে পরিবার,সমাজ গঠিত হয়ে বর্তমানে তা আধুনিক রাষ্ট্রের সীমানা ছেড়ে বিশ্বজনীনতায় রূপ নিয়েছে। প্রতিটি মানুষই স্বাতন্ত্রের অধিকারী। তাই ইসলাম সর্বপ্রথমেই ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, আত্মসংশোধনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গঠনের বুনিয়াদ গড়ার পরিকল্পনা দেয়। ইসলামে তাই এসেছে নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্জ। লক্ষ্যণীয়-ইসলামের প্রতিটি মৌলিক ইবাদতে রয়েছে সংযমী ও ত্যাগী হওয়ার প্রশিক্ষণ, একই সঙ্গে আল্লাহর পরিপূর্ণ সত্ত্বা, পরিপূর্ণ জাতকে স্মরণে রাখার একটা অব্যাহত প্রয়াস।

ব্যক্তির গন্ডি পার হয়ে মানুষ যখন পরিবার, সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন সম্পর্কের-বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দায়-দায়িত্ব-অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। পারিবারিক এবং সামাজিক

www.pathagar.com

শান্তি-স্থিতি এই পারস্পরিক অধিকার-কর্তব্যের উপর নির্ভরশীল বিধায় ইসলাম এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা দেয়। এরপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিবিধ কর্মতৎপরতা, শিক্ষা-অর্থ-সংস্কৃতি-বিচার-বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক-তা আধুনিক রাষ্ট্রের যে কোন বিভাগের হোক না কেন-ইসলাম সব ধরনের কর্মতৎপরতার মূলনীতি নির্দেশ করে। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম জনগণের বিষয়ে ও কুরআন-হাদীস সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়। সংক্ষেপে পুরোপুরিভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য ইসলাম যে সকল আইন-বিধান, হুকুম-আহকাম, আদেশ-নির্দেশ, হারাম-হালাল, নিয়ম-পদ্ধতির উল্লেখ করেছে-ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে-ইত্যাদি সবই ইসলামী শরীয়ত নামে পরিচিতি। ইসলামী শরীয়ত একটি ব্যাপক বিষয়। মানুষের জীবনের ব্যাপকতা যতটুকু-ইসলামী শরীয়তের ব্যাপকতাও ততটুকু। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে রাষ্ট্র, বিশ্বব্যবস্থা পর্যন্ত ইসলামী শরীয়তের বিস্তৃতি-ইসলামী শরীয়তের চারণভূমি।

ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে ইসলামী শরীয়তের যত বিধি-বিধান, এগুলো একটি অপরটি হতে মোটেও বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পরের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে, একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যদিকে এক একজন মানুষের আলাদা স্বত্ত্বা স্বীকার করে নেওয়ার পরও এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের যোগসূত্র রয়েছে। এক জনের কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া অন্য মানুষে, সমাজ-দেহে প্রতিফলিত হয়। বিপরীতক্রমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুসৃত নীতিমালা, কর্মকাণ্ডের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে, মানুষে মানুষে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তি-সমাজে এবং ব্যক্তি-রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানোর জন্য আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের পুরোপুরিভাবে ইসলামী শরীয়তে দাখিল হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রের সিংহভাগ মানুষের মূল্যবোধ যদি একই হয়-সবাই যদি একই আবেগ, একই বিবেক দ্বারা চালিত হয় - রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে যদি একই কর্মনীতির বাস্তবায়ন করা হয় আর সে মূল্যবোধ- আবেগ-বিবেক-

www.pathagar.com

কর্মনীতি যদি স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামী শরীয়ত হয়, তবে, সেখানে কাঙ্খিত শান্তি না এসে পারে না।

সুতরাং দুনিয়া এবং আখিরাতের বহুল আকাঙ্খিত শান্তির জন্য ইসলামী শরীয়তের পুরোপুরি বাস্তবায়ন অপরিহার্য এবং সিংহভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশে তা কায়েমে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। আর এটা তো জানা কথা- ইসলামের ক্ষমতায়ন ছাড়া শরীয়তের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই ইসলামী হুকুমত বা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গটি সঙ্গত ভাবেই এসে যায়। আসলে ইসলামে শরীয়ত ও হুকুমত-একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শরীয়ত হচ্ছ - হুকুমত বা ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপাদান-উপকরণ, যার মাধ্যমে হুকুমত পরিচালিত-নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার অন্যদিকে হুকুমত হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যার মাধ্যমে শরীয়তের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে পারে। ইসলামে হুকুমত শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত ও অধীন, কিন্তু শরীয়ত মোটেও হুকুমতের অধীন নয় - বরং কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী শরীয়ত তার নিজস্ব পথে চলে - কিন্তু হুকুমত শরীয়তের জন্য রক্ষাকবচরূপে কাজ করে। তাই নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ

ইসলাম এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা - দুই সহোদর ভাই। তাদের একজন অপরজনকে ছাড়া সংশোধন হতে পারে না। - (কানজুল উম্মাল)

শরীয়ত ও হুকুমতকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংবিধান ও নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পার্থক্য-আধুনিক রাষ্ট্রের সংবিধানের আগা-গোড়া পুরোটাই সংশোধন হতে পারে কিন্তু ইসলামী শরীয়তের মৌলিক কাঠামোতে কোন পরিবর্তন কোন কালে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া আল কুরআনের ৮০ টিরও বেশী আয়াতে নামাজ কায়েম করার এবং যাকাত ব্যবস্থা চালু করার উল্লেখ রয়েছে। সূরা বাক্বারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের পুরোপুরি (ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে) ইসলামে দাখিল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা আত্ তওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা ফাতাহর ২৮নং আয়াত এবং সূরা ছফ-এর ৯নং আয়াতে (তিনিই সে সত্ত্বা-যিনি তাঁর রসূলকে

www.pathagar.com

হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যেন এ দ্বীনকে আর সব দ্বীন-জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন) অন্যান্য জীবন-বিধান, আদর্শের উপর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য নবী করিম (সঃ)-কে যে পাঠানো হয়েছে - আল্লাহতায়ালা তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। নবী করীম (দ.) -এর তিরোধানের পর এ দায়িত্বভার তাঁরই অনুসারী মুসলিম উম্মাহর উপর যে বর্তেছে-তা বলা বাহুল্য। আল্লাহর নির্দেশ-তাঁর হুকুম মুসলমানদের উপর ফরজ। সুতরাং আল-কুরআনে বিশ্বাসী প্রায় নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা করা সকল ঈমানদারদের উপর যে ফরজ- তাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

দ্বীন কায়েমের - ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার এ ফরজ দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে সর্বসাধারণ মুসলমান যে মোটেও সজাগ নয়- চারদিকের আলামতে তা সুস্পষ্ট। সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য দেশের মানুষ আলেম সমাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের হেকমতপূর্ণ উপদেশ, নসীহত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অসামান্য অবদান রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি মোটেও আশাপ্রদ নয় বরং চরম হতাশাব্যঞ্জক। দেশের আলেম সমাজ মসজিদ, মাদ্রাসাসহ অন্যান্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট আন্তরিক এবং উদ্যোগী- কিন্তু দ্বীন কায়েমের,হুকুমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সিংহভাগ আলেম হয় নিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় অথবা কেবল পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে মাদ্রাসা, মসজিদ এবং এতিমখানা স্থাপন-এগুলোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শরীয়তের প্রচার এবং প্রসারের যে ধারা চালু রয়েছে- কুরআন, হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে তা পর্যালোচনার দাবী রাখে। প্রথমেই ধরা যাক- মসজিদ, মাদ্রাসার কথা।

এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলামে মসজিদ, মাদ্রাসার গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান আনার জন্য যেমন ইলমের দরকার, তেমনি ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী অনুযায়ী মুসলমানের আমল করার জন্য কুরআন-হাদীস-শরীয়তের ইলম দরকার। তাই আল-কুরআন এবং মহানবী (দ.)-এর হাদীসে এলম অর্জনের উপর তাগিদ দেওয়া হয়েছে বার বার। ইলম অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

বিধায় হাদীসে তা ফরজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছেঃ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজা)

মুসলমান হিসেবে দৈনন্দিন কাজকর্ম শরীয়ত মতে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য শরীয়তের যতটুকু জ্ঞান না হলে চলে না-নূন্যতম ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ।

বস্তুতঃ এ মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সিংহভাগ আলেম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনায় প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রয়েছেন।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়ার দরকার। শরীয়তের নূন্যতম জ্ঞান হাসিল করা আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। মুসলমান মাত্রকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া, সম্ভাব্য সকল উপায়ে জ্ঞান-অর্জনের চেষ্টা করা তার উপর ফরজ। কিন্তু যে আলেম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, তা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকবেন-সে আলেমের জন্য কাজটা অনেক সওয়াবের, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সে আলেমের দায়িত্বে তাঁর এ কাজটা অবশ্যই ফরজের আওতায় পড়ে না বরং তা নফলের পর্যায়ে-এটাই শরীয়তের ফয়সালা। সুতরাং আলেম মাত্র শরীয়তের ক্রমগুরুত্ব অনুসারে কাজ সম্পন্ন করতে সচেতন হবেন এবং নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা কাজ সমূহের যথাযথ আঞ্জাম দেওয়ার পরই নফল দায়িত্ব পালনের কথা।

এলম অর্জনের ন্যায় নামাজটা ও গুরুত্বপূর্ণ। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রাপ্ত-বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরজ। তাই আলেম সমাজের সক্রিয় উদ্যোগে, নির্দেশনায় দেশের স্থানে স্থানে নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে মসজিদ নির্মাণের প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। লক্ষ্যণীয়- শরীয়তে মসজিদ নির্মাণ-সম্প্রসারণ-শরীয়ত সন্মত সীমা পর্যন্ত সৌন্দর্যমন্ডিত করণ ইত্যাদি সকল প্রচেষ্টাই নফল পর্যায়ের।

মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনায় কোন মুসলমানের আপত্তি থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং সবার সাধ্য অনুযায়ী এ নেক কাজে শরীক হওয়ার কথা। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে

www.pathagar.com

রাখা দরকার-মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা শরীয়তের সীমার ভেতর থেকে সম্পন্ন করা জরুরী। তাই এ প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবী রাখেঃ.

(১) মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন এবং সম্প্রসারণের জন্য শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন, এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সবার সক্রিয় সহযোগীতা কামনা করেন। স্থানে স্থানে মাইক লাগিয়ে, মসজিদ- মাদ্রাসার সমাবেশ এবং এমনকি ঘরে-ঘরে, জনে-জনে গিয়ে দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে এ কাজে শরীক হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

অথচ প্রায় শতকরা নব্বই জন মুসলমানের দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের ন্যায় ফরজ কাজে জনগণের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য আলেম সমাজের তেমন কোন সক্রিয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না।

(২) আলেম সমাজ মসজিদের তুলনায় মাদ্রাসা নিয়ে বেশী পেরেশানীতে থাকেন। অর্থ-সংকট, ছাত্রের গুনগত মান সংকট ইত্যাদির মোকাবেলা করে তাঁদের এ কাজ করতে হয়। বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোর ব্যবস্থাপনায় আলেম সমাজকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়- নিরন্তর সংগ্রাম করে এগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। অথচ শরীয়তের আলোকে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলেম সমাজের এ ত্যাগ, এ কোরবানী মসজিদ-মাদ্রাসার জন্য যতটুকু-তার অনেকগুণ বেশী হওয়া দরকার ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য।

(৩) মসজিদ হতে বের হয়ে মুসল্লী এবং মাদ্রাসা থেকে সদ্য উত্তীর্ণ ব্যক্তি, আলেম অবশেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। মসজিদের ভেতর যা করা হয়-যা বলা হয় আর মাদ্রাসায় যা শিক্ষা দেওয়া হয়- তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বেড়াজালের সম্মুখীন হয়ে নামাজী এবং নবীন এ আলেমকে এক মহাসংকটে পড়তে হয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে যে মসজিদ কমিটির এত কোলাহল-কর্মচাঞ্চল্য, মাদ্রাসাকে ঘিরে যে মাদ্রাসা কমিটির এত সভা-সমাবেশ, প্রস্তাবনা-সমাজে পুরো ইসলাম বাস্তবায়নের, ইসলামী হুকুমত কায়েমে তাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। পুরো ইসলামকে পাশ

www.pathagar.com

কাটিয়ে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসা নিয়ে ব্যস্ততাকে সুস্থ ঈমানের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

(৪) মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য লাখ লাখ টাকার দরকার। দলমত নির্বিশেষে সমাজের বিত্তশালী, প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী লোকগুলো মূলতঃ এ টাকার যোগানদার। আলেম সমাজের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব লাভের আশায় তারা এ অর্থ দিয়ে থাকেন। মসজিদ, মাদ্রাসা খাতে যে টাকা ব্যয় হয়-দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কম করে হলেও তার ৯০-৯৫ শতাংশ টাকা হারাম-অপবিত্র। যেখানে হালালের প্রাচুর্য, সেখানে হালালের তালাশের দরকার হয় না। কিন্তু যেখানে হারামের প্রাচুর্য, সেখানে হালাল তালাশ করে নিতে হয়-এটাই তো নীতিকথা। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইসলামী মূল্যবোধের যে ভয়াবহ ধস নেমেছে -তার লক্ষণ তো সুস্পষ্ট। সুতরাং খোলা মনে, নেক নিয়তে দাতার আয়ের উৎস জানতে চাওয়াটা নিশ্চয়ই শরীয়ত বিরোধী হতে পারে না বরং এতে সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

বস্তুতঃ অবৈধ-হারাম অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা খাতে দান করে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব লাভের প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম অর্থ উপার্জনের সঙ্গে অন্য মানুষের অধিকার হরণের বিষয়টি জড়িত থাকায় তা নানাবিধ কবীরা গুনাহের শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তা নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে- বর্তমানে দেশে অনৈসলামিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোসহ শরীয়ত-বিরোধী যত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে-সেগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্টপোষক, সমর্থক হচ্ছেন সমাজের বিত্তশালী, প্রভাবশালী শ্রেণীর সিংহভাগ-যারা মসজিদ-মাদ্রাসা খাতে আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসেন। সুতরাং সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব নয়, সমাজে অহরহ সংঘটিত গুনাহে কবীরা জারির গুনাহের তাদের প্রাপ্য অংশের তারা যথার্থ হকদার। শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ ওদের জন্য যতই মোনাজাত করেন না কেন-হেদায়েত নসীব না হলে ওদের পরিণাম যা বলা হয়েছে-শরীয়ত অনুযায়ী তা যথার্থ।

আর অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার মুহূর্তে যে আলেম ছিলেন

www.pathagar.com

প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের সেবা করার স্বপ্ন দেখতেন-সময়ের আবর্তনে তাঁর সে স্বপ্ন, লক্ষ্যে চিড় ধরা আরম্ভ করে। যে মসজিদ-মাদ্রাসা ছিল তার গর্ব-এক সময় তা দায় হয়ে ঠেকে। মসজিদ-মাদ্রাসার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সমাজ যত খারাপ হতে থাকে-অন্যায়ের সঙ্গে, হারামের সঙ্গে ততবেশী তাকে আপোষকামী হতে হয়। তাই দেখা যায়- মসিজদ, মাদ্রাসা এবং আলেম সমাজের যে প্রভাব, কার্যকারিতা সমাজ দেহে অনুভূত হওয়ার কথা-তা না হয়ে সমাজের গতি বরং বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে-আলেম পরম্পরায় চলছে একই সিলসিলা-একই ধারা।

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে শরীয়ত মেনে চলার দরুণ মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, এগুলোর সম্প্রসারণ- শোভাবর্ধন যদি তেমন নাও হয়-তবে কি আলেম সমাজকে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহী করতে হবে? নিশ্চয়ই নয়। যে কাজের জন্য আল্লাহতায়ালা পাকড়াও করবেন না, সেটা আঞ্জাম দিতে গিয়ে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা কেমন করে যথার্থ হতে পারে? তাই বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে শরীয়তের সীমায় মসজিদ মাদ্রাসার কাজ আঞ্জাম দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহত্তর অঙ্গণে ইসলামী হুকুমত কায়েমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আলেম-সমাজ, মসজিদ-মাদ্রাসা কমিটিসহ সকল ঈমানদারদের পবিত্র কর্তব্য। রাসূলে করীম (দ.) -এর উম্মত হিসেবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য আমরা কে কি করেছি-না করেছি, ফরজ-নফলের ক্রম গুরুত্ব অনুসারে সে ব্যাপারে যে জিজ্ঞাসিত হতে হবে-এটা তো সুনিশ্চিত।

অতঃপর এতিমখানার প্রসঙ্গটি বিবেচনায় আনা যেতে পারে। দেশের প্রায় প্রতিটি মাদ্রাসা-সংলগ্ন এতিমখানা রয়েছে। এতিমখানাগুলোতে সমাজের গরীব, অসহায় ছেলেদের দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানতঃ যাকাতসহ অন্যান্য সদ্‌কা বাবদ প্রাপ্ত অর্থে এতিমখানাগুলোর সার্বিক ব্যয়ভার বহন করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না-এতিমখানাগুলোও দেশের বিশিষ্ট আলেমদের সক্রিয় উদ্যোগে, প্রচারে এবং ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত

www.pathagar.com

হচ্ছে। বৈধ উপায়ে অর্জিত সঞ্চিত অর্থের কারণে দেশের যাকাত দাতার সংখ্যা অনেক হলেও এতিমখানাগুলোর সার্বিক ব্যয়ভার মিটাতে উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপকদের নানা রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তা স্বত্ত্বেও দ্বীনি-দায়িত্ব মনে করে- দুঃস্থ, অসহায় ছেলেগুলোর মুখের দিকে চেয়ে আলেম সমাজ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে যথাসাধ্য এ কাজ আঞ্জাম দিতে সক্রিয় থাকেন। আলেম সমাজের এ কাজ মহৎ-এতে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও দেশে ইসলামের বিপর্যস্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে যাকাত এবং এতিমখানা সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখেঃ

(১) নামাযের পর যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক মৌলিক দিক-নির্দেশনা। যাকাতের সুষ্ঠু আদায় এবং বন্টনে সমাজে অভাবীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ভারসাম্য নিশ্চিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ধনী-গরীব শ্রেণী যাকাত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরোক্ষভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য এতে বিপুল কল্যাণ রয়েছে। তাই আল্লাহতায়ালা আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে নামাজ কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গে যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং সূরা আত-তওবায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

সাদাকা (যাকাত) হচ্ছে কেবল ফকীর, মিসকিন, যারা যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে -তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য -এ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আয়াত ৬০; সূরা আত-তওবা।

www.pathagar.com

শরীয়তের আলোকে নেসাব পরিমান সম্পদ যাদের রয়েছে, তাদের উপর যাকাত দেওয়া আর ইসলামী হুকুমতের উপর যাকাতের সষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা ফরজ।

সমাজে দেখা যায়-এতিমখানাগুলোর ব্যয়ভার বহনের জন্য যাকাত-সদ্‌কা বাবদ অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে দেশের আলেম সমাজ সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা, সভা আহবান করে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে লিফলেট বিতরণ করে, ঘরে-ঘরে, জনে-জনে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁরা সমাজের বিত্তশালী শ্রেণীর স্মরনাপন্ন হন। রমজান মাসে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়-দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এতিমখানা কর্তৃপক্ষের হয়ে আলেমগণ শহরগুলোর ধনাঢ্য পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেন যাকাতের অর্থ সংগ্রহের জন্য। এ বিষয়ে সম্মানিত আলেম সমাজের কর্মসূচী এবং বাস্তব পদক্ষেপে প্রমাণ হয়-তাঁরা এ কাজে কত আন্তরিক, এ কাজে তাঁদের কত শ্রম-কত ত্যাগ।

অথচ শরীয়তের আলোকে এতিমখানা স্থাপন-এর ব্যবস্থাপনা আলেম সমাজের উপর ফরজ নয়। ফরজ হচ্ছে প্রায়ই নব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা আর ইসলামী হুকুমতের উপর ফরজ হচ্ছে যাকাতের ব্যবস্থাপনা করা। অথচ দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সমপরিমাণ তৎপরতা তো দূরের কথা-নূন্যতম কোন কর্মসূচী, বাস্তব পদক্ষেপ কারো নজর কাড়ে না।

(২) আমাদের সমাজে এতিমসহ নূন্যতম মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত, অসহায় যে বিপুল জনসংখ্যা রয়েছে-এটা যে দেশের অনৈসলামিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিষময় ফল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি মাত্রই একমত হবেন, এর একমাত্র সমাধান রাষ্ট্রের ইসলামীকরণ-যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। দেশের আলেম সমাজ এ ফরজ লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরী কর্মসূচী না নিয়ে ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ফসল যে বঞ্চিত, শোষিত জন গোষ্ঠী-তাদের ভগ্নাংশকে লালন করতে গিয়ে দিন দিন তাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় করতে থাকবেন-এটা

www.pathagar.com

কর্মনীতি হিসেবে কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

(৩) তাই বলে সমাজের এতিম অসহায়দের ব্যাপারে আলেম সমাজের কি কিছুই করণীয় নেই? অবশ্যই রয়েছে -কিন্তু তা হওয়া দরকার শরীয়তের আলোকে। ইসলাম মানবতার ধর্ম। সমাজের সকল শ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ইসলাম সুনিশ্চিত করতে চায়। কারো খাদ্য ভাণ্ডার, অর্থ-ভাণ্ডার উপছে পড়বে আর অর্থের অভাবে কারো খালি থালা উপুড় হয়ে থাকবে - ইসলাম এর ঘোর বিরোধী। আলেম সমাজ সমাজের অলিতে-গলিতে বিচরন করবেন, দুঃস্থ-অসহায়দের মানবেতর জীবন-যাপনে দুঃখিত, ব্যথিত হবেন-তাৎক্ষণিক যা সম্ভব নিজেরা সাহায্য, সহায়তা করবেন - ইসলামের আলোকে অন্যান্য লোকদেরকেও এ কাজে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কোন জোঁয়াল কাঁধে নিতে সচেতনভাবে আলেম মাত্রই বিরত থাকবেন।

কারণ যে এতিম,যে দুঃস্থকে সংশ্লিষ্ট আলেম আজ দেখতে পাচ্ছেন, সমাজে সে একা নয়, সমাজে লক্ষ লক্ষ অসহায় বনি-আদমের সে প্রতিনিধি মাত্র। বঞ্চনা, শোষণের যে দুষ্ট-ক্ষত সংশ্লিষ্ট আলেম সমাজ-দেহে আজ অনুভব করছেন-এর শিকড় অনেক গভীরে, দৃশ্যমান সে ক্ষতের আড়ালে লুকিয়ে আছে অনৈসলামিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো - অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দেশের স্থানে স্থানে আলেম সমাজের এতিমখানার ব্যবস্থাপনায় আন্তরিক উদ্যোগ, চেষ্টা বাহ্যিকভাবে ক্ষতস্থানে শুধু মলমের প্রলেপ দেওয়ার কাজ করছে, সমস্যার গভীরতা এবং ব্যাপকতার কারণে রোগের কোন স্থায়ী উপশম হচ্ছে না বরং দিন দিন সমস্যা বাড়ছে। এর একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিষেধক হচ্ছে রোগের শিকড়-মূল সম্পূর্ণভাবে উপড়ে ফেলে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা - যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা।

বস্তুতঃ সমাজের দুঃস্থ, অসহায়দের পশ্চাদপটে (Background) সমস্যার যে গভীরতা ও ব্যাপকতা রয়েছে, সমাজের সকল অঙ্গনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কেবলমাত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানার

www.pathagar.com

সংকীর্ণ পরিসর আর গতানুগতিক মাহফিল, সমাবেশে আলেম সমাজ নিজেদের আবদ্ধ না রেখে সমাজের বৃহত্তর কর্মমুখর ক্ষেত্রে বিচরণ করলে তা স্পষ্ট হবে। দেশের আলেম সমাজ কুরআন-হাদীসের ধারক-বাহক। আর কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা অকল্পনীয়। বিন্দুর মধ্যে থাকে সিন্ধুর গভীরতা এবং প্রশস্ততা। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন হচ্ছেন আমাদের ইলাহ্ আর রহমাতুল্লিল আ'লামীনের অনুসারী আমরা। সুতরাং কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে আলোকিত হয়ে দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ মসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানার স্বল্প পরিসরে আটকে থাকবেন, তা হয় না -তাঁদের লক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ জনপদ, সারা দেশ, গোটা বিশ্ব এবং এমনকি গোটা বিশ্বকে ছাড়িয়ে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত যার সব কিছুই আ'লামীন (মহা বিশ্ব-ব্যবস্থা)-এর অন্তর্ভূক্ত। আর ইসলামী হুকুমত কায়েম করা ছাড়া পুরোপুরিভাবে ইসলামে দাখিল হওয়া সম্ভব নয়, দেশ-বিশ্ব-মহা বিশ্বব্যবস্থায় পরম আকাঙ্খিত শান্তি আনা মোটেও সম্ভব নয়। সে কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় মহান আল্লাহর অবিনশ্বর কিতাব আল কুরআনেঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আয়াতঃ ৪১; সূরা হজ্জ্ব।

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে প্রজ্ঞাময়, হেকমতপূর্ণ মহান আল্লাহতায়ালা জনপদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা হুকুমতের উপর নামাজ কায়েম, যাকাতের ব্যবস্থাপনা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন। এটা তো জানা কথা - নামাজ কায়েম, যাকাতের ব্যবস্থাপনা, যাবতীয় সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ-এ সম্পর্কিত সকল বিধি-বিধান, মাসলা-মাসায়েল-

www.pathagar.com

তা ফরজ থেকে মোস্তাহাব, জায়েজ-নাজায়েয ইত্যাদি সকল বিষয়ের সমষ্টি হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত। আর কুরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুসারে শরীয়তের এ বাস্তবায়নটা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সমষ্টিগতভাবে আলেম সমাজের উপর ফরজ নয়। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালার নির্দেশনা অনুসারে হুকুমতের মাধ্যমে শরীয়তের কায়েম হওয়াটাই সঠিক, বাস্তব এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। আর সিংহভাগ মুসলমানের দেশে আলেম সমাজসহ সকল মুসলমানের সিংহ ভাগ চেষ্টা-সাধনা সে ফরজ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য ধাবিত হওয়া আল্লাহতা'য়ালার ঘোষিত নীতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শরীয়তের মাধ্যমে হুকুমত নয় বরং একমাত্র হুকুমতের মাধ্যমে শরীয়ত কায়েম সম্ভব - আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হওয়ার পরও অনেকে হয়তো দোদুল্যমানতায় থাকবেন। তাই আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোকে এবং পরিশেষে মহানবী (দ.)- এর জীবনীর উদাহরণ পেশ করে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আরও পরিষ্কার করার দরকার।

বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতার পালাবদলের প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জনজীবনে এর অনিবার্য-পরিণতি, ফলাফল- আমরা কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি? স্বাধীনতার পরে গণতান্ত্রিকভাবে বাংলাদেশে যারা ক্ষমতা পেয়েছে, তারা কি তাদের মত-আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের জন্য দেশের স্থানে স্থানে ইনষ্টিটিউটশন, শিক্ষালয় বা এ ধরনের অন্যান্য স্থাপনা প্রতিষ্ঠায় উঠে পড়ে লেগেছে? নিশ্চয়ই নয়। বরং তারা তাদের মতবাদ, আদর্শ বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের জন্য মাঠে-ময়দানে নেমে পড়েছে - বিভিন্ন সভা, সমাবেশের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে - সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল স্তরে পৌঁছার চেষ্টা করে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে। জনগণের মধ্যে যাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সভা, সেমিনারে আনা সম্ভব নয়, খোদ্ নিজেরা তাদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছে। এক কথায়, অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে জনমতকে প্রভাবিত করার, জনসমর্থন সৃষ্টি করার কাজে তাদের সিংহভাগ চেষ্টা-সাধনা-শ্রম নিয়োজিত করেছে। বিদ্যমান

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে-জনগণ যে হারে যাদের উপযুক্ত মনে করেছে, নির্বাচনের রায়ে তা প্রতিফলিত হয়েছে। দেশে দেশে গণতন্ত্রের একই প্রক্রিয়া, হুকুমত প্রতিষ্ঠা-ক্ষমতায় আরোহনের একই ধারা। লক্ষ্যনীয়-প্রায় ১৪শত বৎসর পূর্বে মক্কী জীবনে নবী করিম (দ.)-এর দ্বীন প্রচারের সঙ্গে আধুনিক এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রয়েছে এক মৌলিক মিল।

গণতান্ত্রিক এ ব্যবস্থায় অতঃপর ক্ষমতায় আরোহন করে সংশ্লিষ্ট মতবাদ, আদর্শের ধারক-বাহকরা দেশের পুরো রাষ্ট্র শক্তি,প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে দেশের পুরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের মতবাদ, তাদের আদর্শ কায়েমে তৎপর হয়ে উঠে। ক্ষমতার বাইরে থেকে চরম ত্যাগ স্বীকার করে যুগ যুগ ধরে চেষ্টা-সাধনা করে যা হয়ে উঠে না (আসলে তা হওয়ার ও নয়), ক্ষমতায়নের কয়েক বৎসরের মধ্যে তার চেয়ে ঢের বেশী অর্জিত হয়। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব -চোখ, কান, খোলা রেখে চারিদিকে তাকালে কে তা অস্বীকার করতে পারবে? ব্রিটিশ আমলের প্রেক্ষাপট নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে - কিন্তু উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বৎসর এবং দেশ স্বাধীনের পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসে সিংহভাগ মুসলমান অধ্যুষিত দেশে বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের যে বিপর্যয় অবস্থা-বোঝার জন্য তা কি যথেষ্ট নয়?

এটা সত্য- অন্যান্য মতবাদ, আদর্শের সঙ্গে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মসজিদ, মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষা ছাড়া মুসলমান সমাজ ভাবা যায় না। কিন্তু মসজিদ, মাদ্রাসা বা এতিমখানা স্থাপন এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনায় শরীয়তের সীমারেখা সতর্ক পর্যবেক্ষণে না রাখায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এখানেঃ

প্রথমতঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানাগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আলেম সমাজসহ দেশের সকল স্তরের জনগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানার ব্যাপারে যতটা স্বাচ্ছন্দ, একাত্মতা অনুভব

www.pathagar.com

করেন-ইসলামী হুকুমতের ব্যাপারে হয়েছে ঠিক উল্টো, ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই এ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে বরং স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। আল-কুরআনে বিশ্বাসী-কালেমা তাইয়্যেবার অনুসারী-গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী প্রায় নব্বই ভাগ লোকের জন্য এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের মৌলিক উৎস হিসাবে আল্লাহর আল-কুরআন এবং মহানবী (দ.)-এর সহীহ্ হাদীসগুলোতে কোন সীমাবদ্ধতা নেই-সর্বকালের সকল প্রকার শৃঙ্খল,বাঁধন, বিকৃতি থেকে এ দু'টোকে হেফাজতের এক অলৌকিক ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। তাই কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে ভিন্নভাবে আর সেটা হচেছ মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকে (উল্লেখ্য-মসজিদ এবং এতিমখানাগুলো সরাসরি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত) বিবিধ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। পরিণামে আল্লাহর কালাম এবং রসূলে করীম (দ.)-এর হাদীসের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং অপার সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে-তাকে স্তব্ধ, নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে-সমাজে আলেমদের বর্তমান অবস্থা। এমনকি ইসলামী হুকুমত কায়েমের ন্যায় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও যে দেশের আলেম সমাজ এক মঞ্চে আসতে পারছেন না, অনাকাঙ্খিত অথচ বেদনাদায়ক মতপার্থক্য, দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ে নিজেদেরকে-জাতিকে- ইসলামকে বিপন্ন করে তুলছেন-এটা ঐ নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী অশুভ পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ বাংলাদেশের সকল দলমতের আলেম সমাজ যদি একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হন এবং তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানার জন্য যেভাবে নিবেদিত এবং সক্রিয়-তার অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম শ্রমে এবং ত্যাগে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিংহভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের শুভ সূচনা হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়।

হুকুমতের মাধ্যমে শরীয়ত,না শরীয়তের মাধ্যমে হুকুমত-এ ব্যাপারে অতঃপর মহানবী (দ.)-এর জীবনীর উদাহরণ পেশ করে

www.pathagar.com

আলোকপাত করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই-আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন একটি ব্যতিক্রমধর্মী মহাগ্রন্থ। আল-কুরআনের স্বরূপ, এর বিবিধ রূপ বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকট কতটুকু উন্মোচিত হয়েছে-তা স্পষ্ট নয়। দেশের সিংহভাগ আলেম আল-কুরআনকে তেলাওয়াতের কিতাব এবং শরীয়ত তথা মাসলা-মাসায়েলের একটি মৌলিক গ্রন্থ বলেই জানেন। কিন্তু আল-কুরআন যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি অপূর্ব অদ্বিতীয় কিতাব (A Unique Book of Political Science) রূপে চিহ্নিত হতে পারে - তা আমরা ক'জন অবহিত রয়েছি? আল-কুরআনের সূরাগুলোকে অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং স্থান বিবেচনা করে মক্কী এবং মাদানী সূরা হিসাবে বিভক্ত করা হয়। মক্কী সূরাগুলো মহানবী (দ.)-এর নবুয়তের তের বৎসরের মক্কী-জীবনে এবং মাদানী সূরাগুলো মহানবী (দ.)-এর দশ বৎসরের মাদানী জীবনে নাজিল হয়। মাদ্রাসা শিক্ষিত সকলে এবং স্কুল শিক্ষিত সচেতন মুসলমান মাত্রই অবগত রয়েছেন-মক্কী সূরা এবং মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে অনেক দিক দিয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে - বিষয়বস্তুর পার্থক্যই এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়।

মক্কী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রধানতঃ ইসলামের তিনটি মৌলিক আকীদা- তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত। নবী (দ.)-এর দীর্ঘ মক্কী জীবনে ছোট্ট ছোট্ট এ সূরাগুলো একের পর এক অবতীর্ণ হয় এবং সূরাগুলোতে পুনঃ পুনঃ তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের উল্লেখ করে কাফির, মুশরিকদের হৃদয়ের বদ্ধ অলিন্দে আঘাত করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে, জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সত্য সুপ্ত থাকে। কুফরি, শিরকীসহ অব্যাহত পাপকর্মের কারণে এ সুপ্ত সত্যের উপর দিন দিন আবরণ পড়ে তা ম্রিয়মান হতে থাকে, সত্যের চেতনা দিনে দিনে ক্ষয় হতে থাকে। তাই মক্কী সূরাগুলোর মাধ্যমে শাশ্বত সত্য তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের বার বার উল্লেখ করে কাফের, মুশরিকদের অন্তরের সুপ্ত ক্ষয়িষ্ণু সত্য-চেতনাকে জাগিয়ে তোলার নিরন্তর চেষ্টা করা হয়েছে। আর অন্যদিকে যারা সদ্য ঈমান এনে মুমিন হয়েছেন - তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের বাণী পুনঃপুনঃ উল্লেখে তাদের ঈমান দৃঢ় হয়েছে,

www.pathagar.com

গভীর হয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের সঙ্গে এভাবে একাত্মতা সৃষ্টির পর বিরোধীদের অত্যাচার, নির্যাতন, সহ্য করা সহ দ্বীনের খাতিরে যাবতীয় ত্যাগ স্বীকারের মজবুত ঈমানী চেতনার উন্মেষ হয়েছে।

আর অন্যদিকে মাদানী সূরাগুলোর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শরীয়ত বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি - যা জানি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় এবং আন্ত-রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলার জন্য যে সকল হুকুম-আহকাম, আইন-বিধান, আদেশ–নিষেধের প্রয়োজন-এর প্রায়ই সবই এসেছে মহানবী (দ.) -এর মাদানী জীবনে একের পর এক-যখন যে নির্দেশনার দরকার হয়েছে। মহানবী (দ.) নিজে শরীয়তের এ সকল হুকুম-আহকামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ব্যবহারিকভাবে সমাজের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উম্মতের জন্য নমুনা স্থাপন করেছেন। মাদানী সূরাগুলোতে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের কথাও এসেছে প্রয়োজনের খাতিরে; মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– শরীয়তের আইন বিধানের যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়ে ঈমানদার যেন তা পালনে উদ্বুদ্ধ হয়, সীমালংঘনের অনিবার্য পরিণামের জন্য যেন সতর্ক হয়। মহানবী (দ.)-এর ওফাতের আগেই কুরআন অবতীর্ণের ধারা শেষ হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষের দুনিয়াবী জীবনের সার্বিক নির্দেশনার জন্য সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আর কোন ওহীর দরকার নেই, স্বয়ং আল্লাহ মহানবী (দ.)-এর বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।

আয়াত ৩; সূরা মায়িদাহ।

আমরা জানি, মহানবী (দ.)-এর হিজরতের মাধ্যমে মদীনা

www.pathagar.com

আগমনের পরপরই মদীনার সকল জাতি-সম্প্রদায় কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহাসিক 'মদীনা সনদ'-এর অনুমোদনের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা হয় এবং পরবর্তী দশ বৎসরের নানা ঘটনা পরম্পরায়, বহুবিধ দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিবেশের মোকাবিলা করে ইসলামী হুকুমত ক্রমে ক্রমে তার পূর্ণত্বে পৌঁছে। আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতেও তা স্পষ্ট হয়েছে।

সুতরাং মহানবী (দ.)-এর নবুয়তী জীবনের মক্কা নগরীর তের বৎসরকে আমরা ইসলামী হুকুমত কায়েমের পূর্বকালীন পর্যায় এবং মদীনার দশ বৎসরকে ইসলামী হুকুমতের সময়কাল হিসেবে অভিহিত করতে পারি। মহানবী (দ.)-এর নবুয়তী জিন্দেগীর সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরের সময়কালের এ যে সুস্পষ্ট বিভাজন-মক্কী জীবন ও মাদানী জীবন-প্রায়ই শরীয়তবিহীন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকালীন সময়-এ বিষয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তর্ক-বিতর্কের অবকাশ নেই। তাই স্পষ্ট এবং চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে-প্রথমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং অতঃপর শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। হুকুমত আগে, শরীয়ত পরে- আল্লাহর নির্দেশনার বিরোধী, রসূল (দ.)-এর নূরানী জীবনের পরিপন্থী, এর উল্টোটা হওয়া একেবারে অসম্ভব-অবাস্তব,যে কোন বিচারে-যে কোন মাপকাঠিতে।

এ পর্যায়ে এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক-তবে কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী শরীয়তের কথা বলা হবে না, ইসলামী শরীয়তের উপর আমল করার দরকার পড়বে না? বিষয়টি অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দাবী রাখে।

মুসলমানের জীবনে শরীয়তের প্রয়োজন দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আল্লাহর হক আদায়, দ্বিতীয়তঃ বান্দার হক আদায়- শরীয়তে যা 'হক্কুল্লাহ' এবং 'হক্কুল ইবাদ' নামে পরিচিত।

মহান আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে আল্লাহর হক আদায় করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। স্বয়ং আল্লাহ তাই নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি ফরজ করে দিয়ে মানুষকে এ হক আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষ প্রথম

www.pathagar.com

প্রথম আল্লাহ ভীরু হয়ে, মহান আল্লাহর আদেশ মনে করে নামাজ, রোজা ইত্যাদি যথারীতি আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়। এগুলো আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন কুরআন-হাদীসের ইলমের সংস্পর্শে আসে, আল্লাহর সঙ্গে তখন তার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সে আরোও একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা-আরো খুশু ও খুজু সহকারে আল্লাহর বন্দেগীতে নিবেদিত হয়, আল্লাহর সঙ্গে কেমন যেন একটা একাত্মতা সে অনুভব করে। এ পর্যায়ে এসে বান্দাহ শুধু ফরয, ওয়াজিব বন্দেগীতে তৃপ্ত হয় না-আল্লাহকে পাওয়ার আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পিপাসায় কাতর হয়ে সে তখন বেশী বেশী করে নফল ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দিনে দিনে আল্লাহর এরূপ ইবাদাতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে বান্দার ক্বলবে আল্লাহর পরিপূর্ণ স্বত্তা সার্বক্ষণিকভাবে ঠাই নেয় - শয়নে, স্বপনে, জাগরণে বান্দাহ আল্লাহর স্বত্তায় বিলীন হয়ে আল্লাহকে ভালবাসতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহকে ভালবাসার এ স্বর্ণশিখরে পৌছার জন্য সুন্নত (শরীয়ত) অনুযায়ী আমল, কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব-জ্ঞান এবং চিন্তা-সাধনা-মোরাকাবা অপরিহার্য।

আর অন্যদিকে আল্লাহর হক আদায় করে আল্লাহকে ভালবাসার ফলশ্রুতিস্বরূপ মসজিদ, জায়নামাজের গন্ডীর বাইরে যে বৃহত্তর কর্মমুখর অঙ্গন, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেও মানুষ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলতে আন্তরিকভাবে সক্রিয় হয়।

ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর হকের তুলনায় বান্দাহর হক অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত এবং বহুমুখী। বান্দাহর হক আদায়ের সঙ্গে দুনিয়াবী স্বার্থ, ধন-সম্পদের প্রশ্ন জড়িত থাকায় আল্লাহর হক আদায় অপেক্ষা এ হক আদায়ে বান্দাহর অনেক বেশী সংযম এবং ত্যাগের প্রয়োজন।

শরীয়তের বান্দাহর হকের পর্যায়গুলো হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ জিহ্বা ও হাত-কথা ও কাজের মাধ্যমে কারো কোনরূপ ক্ষতি না করা।

দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়তা বা রক্ত-সম্পর্কের কারণে বান্দাহর দায়িত্বে অন্য মানুষের যে অধিকার রয়েছে-তা আদায় করা।

তৃতীয়তঃ সমাজকে সচল-জীবনকে গতিশীল রাখার জন্য ব্যক্তি মাত্রকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে হয়- যেখানে পরস্পরের

www.pathagar.com

ন্যায়সঙ্গত অধিকার, পাওনার প্রশ্ন এসে যায়। এ সমস্ত বিবিধ কর্মকাণ্ডে শরীয়ত নির্দেশিত সীমা মেনে মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া।

চতুর্থতঃ যাদের উপর যাকাত ফরজ, তাদের তা আদায় করা- অন্যান্য ওয়াজিব সদ্‌কা/ফিতরা-র ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

শরীয়তের নির্দেশ মেনে মানুষ যখন মানুষের এ ফরজ/ওয়াজিব হকগুলো আদায়ে তৎপর হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর সঙ্গে তার ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে উঠে। মানুষের হক আদায়ে মানুষ যখন আন্তরিকভাবে সক্রিয় হয় এবং একই সঙ্গে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের কুরআন-হাদীসের ইলমের সঙ্গে তার নাড়ীর সংযোগ ঘটে-তখন শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ত্যাগ স্বীকার করে হলেও সে মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে পিছ্‌পা হয় না। ক্রমে ক্রমে মানুষের হক আদায় তখন তার অভ্যাসে পরিণত হয়, মানুষের প্রতি দরদ-মমত্ববোধ তার অন্তরে স্থায়ীভাবে ঠাঁই নেয়। এ পর্যায়ে মানুষ শুধু নিজেকে বান্দার ফরজ-ওয়াজিব হক আদায়ে সীমাবদ্ধ রাখে না-বরং অসহায়, দুঃস্থ মানুষের করুণ চেহারায় তার হৃদয় বিগলিত হয়- নূন্যতম চাহিদা বঞ্চিত মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটাতে সে সাধ্যমত নফল হক আদায়েও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আসলে এ পর্যায়ে সে মানুষকে ভালবাসতে থাকে।

আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহকে ভালবেসে এবং মানুষের হক আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভালবেসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি - সংশ্লিষ্ট আলেম যখন অনৈসলামিক সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে সতর্ক পদচারণা করেন-তখন তিনি লক্ষ্য করেনঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ হয় অজ্ঞ, উদাসীন অথবা খেয়ালী, নিজের দুনিয়াবী বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট সতর্ক, মনোযোগী কিন্তু যে আল্লাহ তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা - তার ইলাহ, সে মহান আল্লাহর হক আদায়ের ব্যাপারে মানুষ তেমন ইচ্ছুক নয় -এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে তেমন স্বতঃস্ফুর্তার কোন লক্ষণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে আল্লাহর হকের তুলনায় মানুষের হক অধিকতর

www.pathagar.com

উপেক্ষিত। বরং দুনিয়াবী ফায়দার কারণে কথা-বার্তায়, কাজে কর্মে মানুষ মানুষের হক এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি ফিকির খোঁজে। বিষয়টি শুধু এখানেই সীমিত নয় - সমাজে যারা ক্ষমতাশালী, বিত্তশালী-তারা মানুষকে প্রাপ্য অধিকার না দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিভিন্ন সমাজিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে শোষণ করতে থাকে। আর বর্তমানে আমাদের চারপাশের অসুস্থ সমাজ এ ব্যাপারে তো কোন রাখ-ঢাকের প্রয়োজন ও বোধ করছে না- সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পেশীশক্তির যাঁতাকলে এ শোষণের মাত্রা ইদানিং অনেকটা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বস্তুতঃ যে সমাজ-যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর হক, মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে সচেতন নয় - সক্রিয় নয়, সে জনপদে শান্তি আসতে পারে না। বরং অনাকাঙ্খিত হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষে তারা জড়িয়ে পড়ে। কোন পাওয়ায় তারা তৃপ্ত নয়, বরং অতৃপ্তির পিপাসায় অধীর হয়ে- পেয়ে যতটুকু শান্তি পাওয়ার কথা-তাও তাদের ভাগ্যে জুটে না। দুনিয়ায় এ অতৃপ্তির, অশান্তির পাশপাশি আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের কাঠ-কয়লা হওয়া ছাড়া এ জনগোষ্ঠীর আর কি কোন উপায় রয়েছে?

আল্লাহকে ভালবাসার, মানুষকে ভালবাসার কারণে সংশ্লিষ্ট আলেম মানবতার এ নাজুক পরিস্থিতিতে অস্থির হয়ে উঠেন-বেভুল, বিভ্রান্ত মানুষের মঙ্গল কামনায় তিনি অধীর, উতলা হয়ে দ্বীনের মূলবাণী, শরীয়তের মৌলিক বিষয়গুলো দিশেহারা মানুষগুলোর দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে তৎপর হন। মানুষ যাকে যত বেশী ভালবাসে-তার অধিকার প্রতিষ্ঠায়, তার শুভ কামনায় ততবেশী সক্রিয় হয়। তাই সংশ্লিষ্ট আলেমের আল্লাহকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা যত গভীর এবং দৃঢ় হয়, তিনি দ্বীন প্রচার এবং তা কায়েমে ততবেশী নিবেদিত হন। এ কাজে হতভাগা মানুষের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি, নির্যাতনও তিনি অম্লান-বদনে সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং এমনকি চরম ত্যাগ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন না। সংশ্লিষ্ট আলেমের চূড়ান্ত লক্ষ্য একটিই-আল্লাহকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসার হক আদায় করা-দুনিয়ার জনপদে শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপন করা আর আখিরাতের অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করা।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়তের ব্যাপকতা, গভীরতা এখানে লক্ষণীয়। আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহকে ভালবাসা এবং মানুষের হক আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভালবাসা-ইসলামী শরীয়ত যথাযথভাবে পালনের অন্তরালে এ যে জীবন-দর্শন, তার বিভিন্ন স্তর-পর্যায় রয়েছে। বলা বাহুল্য, নবী-রসূলগণ আল্লাহকে ভালবাসার এবং মানুষকে ভালবাসার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছেন। আর নবী-রসূলগণের উত্তরসূরী হয়ে যে আলেম দ্বীন প্রচার এবং কায়েমের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হবেন, তাকে অন্ততঃ এর নূন্যতম স্তর অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

সুতরাং দ্বীন প্রচার এবং দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে-আল্লাহকে ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসা। বলার অপেক্ষা রাখে না - শরীয়ত নির্ধারিত আল্লাহর হক এবং বান্দার হক যথাযথভাবে আদায়ের সঙ্গে যখন কুরআন-হাদীসের জ্ঞান এবং চিন্তা-সাধনা-ধ্যানের সুসমন্বয় ঘটে, তখন সংশ্লিষ্ট আলেমের অন্তর্দৃষ্টি গভীর এবং প্রশস্ত হয়। তিনি নিজেকে আল্লাহকে ভালবাসার এবং মানুষকে ভালবাসার পর্যায়ে উন্নীত করেন। সুতরাং এটা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়-শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের ক্ষেত্রে প্রথমে শরীয়ত, অতঃপর হুকুমত-প্রথমে শরীয়তের উপর আমল করে আল্লাহকে ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসার মহান গুণে ভূষিত হওয়া, অতঃপর নবী করীম (দ.)-এর তরীকা অনুসরণ করে দ্বীন প্রচার করে ধাপে ধাপে হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।

দেশে বর্তমানে ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা চলছে। দেশের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ যদি স্ব স্ব পরিসরে শরীয়তের উপর যথাযথভাবে আমল করার জন্য সচেষ্ট হন, তাহলে দেশ-জাতি এবং সর্বোপরি আলেম সমাজের জন্য এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। শরীয়তের উপর আলেম সমাজের যথাযথ আমলের তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর হক আদায় করে আল্লাহকে ভালবাসার এবং মানুষের হক আদায় করে মানুষকে ভালবাসার এ যে স্বতঃস্ফূর্ত, নির্ভেজাল সম্পর্ক-যে কোন জনপদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টায় এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলধন, পুজি আর দ্বিতীয়টি নেই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ ফরজকে ফরজের গুরুত্ব এবং নফলকে নফলের গুরুত্ব দেওয়ায় ইসলামী হুকুমত কায়েমের মত মৌলিক বিষয়টি সরাসরি কার্যতালিকার এক নম্বরে উঠে আসছে-সামষ্টিক অন্যান্য করণীয় কার্যগুলো শরীয়ত অনুযায়ী তাদের যথাযথ গুরুত্ব পাবে-মসজিদ, মাদ্রাসা এতিমখানা বিষয়ক আলোচনায় যা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে দ্বীন এবং শরীয়তের মৌলিক বিষয়গুলো প্রচারের গুরুত্ব পাবে-যার ফলে মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আলেম সমাজ এবং জনগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হবে-ইজতেহাদী, মত-পার্থক্যের বিষয়গুলো স্ব-স্ব স্থানে থেকেও শরীয়তে তাদের ভূমিকা ঐচ্ছিক পর্যায়ে হওয়ায় আলেম সমাজের দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে একই প্লাটফরমে কাজ করার উম্মাহর বহুল আকাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণ হবে।

ইতিপূর্বে নবী (দ.)-এর জীবনীর উদাহরণ পেশ করে মক্কী জীবনে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন সময়ে ইসলামী শরীয়তের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচনার এ পর্যায়ে এসে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন সময়ে আলেম সমাজের শরীয়তের উপর যথাযথ আমলের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা অবশ্যই আপাতঃ স্ব-বিরোধিতা, আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে যার নিরসন হওয়া দরকার।

ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে দেহমনের পবিত্রতা অর্জন-আল্লাহর হক, মানুষের হক আদায় করে আল্লাহকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা- যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। নবী-রসূলেরা ছিলেন তাঁদের সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। কি নবুয়ত পূর্বকালে-কি নবুয়ত উত্তরকালে, যুগশ্রেষ্ঠ এ মানুষগুলোর দ্বারা কোনকালে কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয়নি। তাঁরা ছিলেন মাসুম, নিষ্পাপ। নবী-রসূলেরা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা কর্তৃক মনোনীত। সুতরাং জন্মের পর থেকে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে সমসাময়িক কালের সকল পাপাচার-অনাচার থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। তাই নবুয়তের

www.pathagar.com

পূর্বেই আমরা দেখি-নবী করীম (দ.) মূর্তিপূজাসহ কুফরি, শিরকী, নৈতিকতা বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন এবং সেগুলোকে এড়িয়ে চলতেন।

শৈশব হতে নবী করীম (দ.) ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী-কোন বেহুদা, কোন অনর্থক কথা কাজে তিনি জড়াতেন না। আর তাছাড়া, সব সময় তাঁর মধ্যে একটা চিন্তাশীলতা-একটা তন্ময়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। জিজ্ঞাসু নেত্রে তিনি প্রকৃতিকে অবলোকন করতেন, জীবনের গুঢ়-রহস্য সন্ধানে বিভোর হতেন। লোকালয়, জন সমাবেশ এড়িয়ে তিনি নির্জনতা, একাকীত্ব বেছে নিতেন। মক্কার অনতিদূরে হেরা গুহায় তিনি দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন থাকতেন। নিজকে ভুলে, নিজের পরিবেশকে ভুলে ঐশী শক্তির সন্ধানে নবী (দ.)-এর এ যে ধ্যান, সাধনা-এটাই তো পরবর্তীকালে শরীয়তে সংযোজিত নামাজের চরম ও পরম লক্ষ্য। আর হেরাগুহায় অবস্থানকালীন সময়ে নবী (দ.)-এর অল্প আহারে থাকা, উপবাসে (রোজা) থাকা তো জানা কথা। নবুয়ত লাভের পরবর্তী সময়ে নিশীথ রজনীতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় করে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা, আল্লাহকে ভালবাসার এ প্রয়াস অব্যাহত থাকে।

আল্লাহর হক আদায় করে আল্লাহকে ভালবাসার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে সমাজে আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া। তাই নবুওয়তের পর পরই নবী করীম (দ.) তাওহীদের চিরন্তন বাণী পথভ্রষ্ট মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রচার করতে থাকেন। চিরসত্য তাওহীদের এ বাণী প্রচার করতে গিয়ে মহানবী (দ.)-কে প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে আপন জাতির অমানুষিক জ্বালাতন-নির্যাতন। কিন্তু কোন বাধা, কোন বিরোধীতা তাঁকে মহান আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে একচুলও টলাতে পারেনি। বিফল, ব্যর্থ হয়ে কাফের, মুশরিকরা সূরা আল-কাফিরূনে বর্ণিত সন্ধি প্রস্তাব পর্যন্ত উত্থাপন করেছে। তাতেও যখন মহানবী (দ.)-কে লক্ষ্যচুত করা যায়নি-তখন বিভ্রান্ত, গোমরাহীতে নিমজ্জিত মানুষগুলো ক্ষমতা, সম্পদ, দুনিয়াবী ভোগের উপাদান-

www.pathagar.com

উপকরণের ফাঁদ পেতেছে। কিন্তু মহান আল্লাহর ভালবাসায় স্নাত নবী করীম (দ.) সব কিছু উপেক্ষা করে সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলে ঘোষণা করেছেন-তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চন্দ্র পর্যন্ত এনে দাও, তবুও আমি তাওহীদের বাণী - আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার বাণী প্রচার করতে ক্ষান্ত হব না। আল্লাহকে ভালবাসার-আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কী অনুপম দৃষ্টান্ত!

আর অপরদিকে হুকুমত পূর্ব কালীন সময়ে নবুয়তের মক্কী জিন্দেগীতে মহানবী (দ.) মানুষের হক আদায়ের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার কোন তুলনা হয় না। কোন মানুষের সামান্যতম ক্ষতি করার চিন্তা নবী-রসূলেরা কখনও করতেন না বরং নিজেরা ত্যাগ স্বীকার করে সর্বদা মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসতেন। আল্‌আমীন-বিশ্বাসী, আস্‌সাদিক-সত্যবাদী ছিল নবী করীম (দ.)-এর উপাধি। অসহায়, মজলুম মানুষকে সহায়তার লক্ষ্যে হিল্‌ফ-উল-ফুযুল গঠন এবং এ সংগঠনের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে তরুণ নবী (দ.) মানুষের হক আদায়ে কতটুকু আন্তরিক ছিলেন - তা সহজে বোঝা যায়। কাবাগৃহ সংস্কারকালীন সময়ে প্রত্যেক গোত্রের মর্যাদা-হক সমুন্নত রেখে যুবক নবী (দ.) যে অভিনব পন্থায় হজ্‌রে আসওয়াদ স্থাপন করেছেন- তার তুলনা কি বিরল নয়? বিবাহের পর ধণাঢ্য স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা.) তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ নবী করীম (দ.)-এর নিকট সমর্পণ করলে নবী করীম (দ.) কোন ইতঃস্ততা না করে গরীব-দুঃখীদের মাঝে তা বিতরণ করে দেন।

সবচেয়ে বড় কথা-মহানবী (দ.) নিজে মানুষের হক আদায় করে ক্ষান্ত হননি, বরং সমাজে মানুষের অধিকার- মানুষের হক আদায়ের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কালেমা তাইয়্যেবা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ-শুধু আখিরাতে মানুষের জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় নয় বরং দুনিয়াবী জীবনে সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকারের রক্ষাকবচ। তাই মহানবী (দ.) কালেমা তাইয়্যেবার বাণী জনে জনে প্রচারে যারপর নেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তায়েফের ময়দানে দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে মহানবী (দ.) যে দুঃসহ, অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখী

www.pathagar.com

হয়েছেন-তা তো বর্ণনার অতীত। প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েছে নবী করীম (দ.)-এর মোবারক দেহ, রক্ত-ধারায় স্নাত হয়েছে মহানবী (দ.)-এর পবিত্র শরীর-তাঁর পদযুগল; আঘাতের তীব্রতায়-যন্ত্রণায় নবী (দ.) বেহুশ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছেন।

অথচ কি আশ্চর্য-চেতনা ফিরে পেয়ে নবী করীম (দ.) তায়েফবাসীদিগকে অভিশাপ দেননি, কাফির-মুশরিকদের ধ্বংস কামনা করেননি। বরং তায়েফবাসীদের কালেমা তাইয়্যেবার বাণী গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে আল্লাহর দরবারে নিজের অক্ষমতা, নিজের দুর্বলতাকে ওজর হিসেবে পেশ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য, আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছেন।

বস্তুতঃ আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহকে ভালবাসার, মানুষের হক আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভালবাসার এ এক চূড়ান্ত পরিসীমা, সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। তাই তো মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ক্বলমে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

'আপনি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের অধিকারী।' আয়াত-৪; সূরা ক্বলম

আর প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরীয়তের মূল লক্ষ্য এটিই - মহান চরিত্রের অধিকারী হওয়া, মানুষকে উত্তম এবং পবিত্র চরিত্রের দিকে ধাবিত করা - নিয়ে যাওয়া। আমরা আরও দেখেছি, মক্কী জীবনের হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন সময়ে ইসলামী শরীয়তের যখন প্রায় কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখনও মহানবী (দ.)-এর মাধ্যমে শরীয়তের এ চূড়ান্ত লক্ষ্য কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

সুতরাং বাহ্যতঃ শরীয়তের অনুসরণ না করেও ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য - সুমহান চরিত্রের অধিকারী হওয়া - রসূলে করীম (দ.)-এর পক্ষে তা পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে তাঁর প্রতি সরাসরি ওহী নাযিল হওয়ার কারনে। আর সে ওহী নাযিল করেছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা- যাঁর নিকট অতীত বিস্মৃতি হওয়ার বিষয় নয়, ভবিষ্যতের বিষয়ে যিনি

www.pathagar.com

সন্দেহ-সংশয়ে দোলেন না। মহান আল্লাহতায়ালার নিকট অতীত-ভবিষ্যত বলতে কিছুই নেই, সবকিছুই তাঁর নিকট বর্তমান-তাঁর সামনে। কুরআনুল করীম প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাযিল হলেও এর পুরোটাই তো লওহে মাহ্ফুযে সংরক্ষিত ছিল স্মরণাতীতকাল থেকে। সুতরাং মহান আল্লাহতায়ালা বাস্তবে কুরআন নাযিল না করেও লওহে মাহ্ফুযে সংরক্ষিত থাকা, মদীনায় অবতীর্ণ কুরআনের শরীয়ত অনুযায়ী নবী করীম (দ.)-এর নূরানী ক্বলবে ওহীর প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন - যার উপর আমল করে নবী (দ.) সুমহান চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। আর নবী (দ.)-এর উপস্থিতিতে তাঁর অনুসারীদের জন্য তিনিই তো শরীয়তের প্রকৃষ্ট নুমনা। এজন্য শরীয়ত নাযিল না হওয়ায় হুকুমত পূর্বকালীন সময়েও নবী-রসূলের উপস্থিতির দরুন তাঁদের অনুসারীদের কোন সমস্যায় পড়তে হয় না।

নবী (দ.)-এর উত্তরকালীন সময়ে মানুষ যত উচ্চস্তরের আলেম বা সৎকর্মশীল হোন- তাঁর নিকট 'ওহী' বলতে শরীয়তে যা বোঝায়-তা নাযিল হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই আর তার দরকারও নেই। কারণ মহানবী (দ.) শেষ নবী হওয়ায় ওহীর ধারায় চূড়ান্তভাবে ইতি টানা হয়েছে এবং সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআনের কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের কথা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা আল-কুরআনে ঘোষনা করেছেন। তাই আজও যে কোন দেশের আলেম সমাজ নবী করীম (দ.)-এর হুকুমত পূর্বকালীন সময়, মক্কী জীবনের নবী (দ.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করে দ্বীনের প্রচার এবং হুকুমত কায়েমের মহান লক্ষ্যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবেন-এটাই তো যথার্থ। তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট আলেমের গভীর অর্ন্তদৃষ্টির প্রয়োজন, হৃদয়-দর্পনে মদীনায় অবতীর্ণ শরীয়তের হুবহু ছবি এঁকে তার উপর যথার্থ আমল করে উন্নত, মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়াটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। সুতরাং কি হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন সময়ে-কি হুকুমত প্রতিষ্ঠার পর দ্বীনের প্রচার এবং কায়েমের চেষ্টায় সব সময় শরীয়তের উপর যথাযথ আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। মহান চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য-দ্বীনের উপর সর্বাবস্থায় কায়েম থাকার জন্য আলেম সমাজের আমৃত্যু ইসলামী শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কোন বিকল্প

www.pathagar.com

নেই।

সুতরাং হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন সময়েও ইসলামী শরীয়তের আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যেহেতু ইসলামী শরীয়ত অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত, সুতরাং শরীয়তের এ আলোচনা আলেম সমাজের স্তরে, পরিমন্ডলে বিস্তারিতভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হওয়া দরকার। কারণ-শরীয়তের আলোচনা, কুরআন-হাদীসের ইলম বা তত্ত্ব-জ্ঞান এবং জনপদের বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতি, এ তিন বিষয়ের যথাযথ সমন্বয়ে হুকুমত কায়েমের সঠিক এবং কার্যকরী কর্ম-কৌশল, অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না-দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক কাঠামো যতবেশী ইসলাম বিরোধী হয়-ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর হক, বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করতে গিয়ে ততবেশী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।

চরম বিরূপ এ পরিবেশে শরীয়তের উপর যথাযথ আমল করা দীর্ঘ সাধনার ফল যাঁরা উন্নত, মহৎ চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন- কেবল মাত্র তাঁদের পক্ষে সম্ভব- তাঁরা হচ্ছেন যুগের নবী-রসূলগণ আর তাঁদের অনুসারী স্বল্পসংখ্যক-সিদ্দীক, শহীদ এবং হক্কানী আলেমগণ। ইসলামী হুকুমতের অবর্তমানে, ইসলাম বিরোধী বৈরী পরিবেশে শরীয়তের যতই প্রচার হোক, সাধারণ মুসলমানের পক্ষে ইসলামী শরীয়তের উপর আমল করা মোটেও সম্ভব নয়। সাধারণ জনগণ হচ্ছে খড়-কুটার মত, বাতাস যেদিকে যায়-তারা সেদিকে নড়ে; জোয়ার যেদিকে প্রবাহিত হয়-তারা সেদিকে ধাবিত হয়। নফসের বিরুদ্ধে গিয়ে, প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে শরীয়তের উপর আমল করার জন্য যে ঈমানী -মজবুতী, ঈমানী-চেতনার দরকার-কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে কেবলমাত্র শরীয়তের প্রচারের মাধ্যমে তা সৃষ্টি করা অসম্ভব। ইসলাম বিরোধী দেশের নির্বাহী শক্তির বিপরীতে, দুনিয়াবী আকর্ষণ-ভোগের মায়া মাড়িয়ে ইসলামী শরীয়তের উপর আমল করার জন্য যে দৃঢ় মানসিকতা, ধৈর্য্য, সবর এবং ত্যাগের প্রয়োজন-শুধুমাত্র শরীয়তের প্রচার দ্বারা গণমানুষের থেকে তা আশা করা মোটেও যথার্থ নয়। তাই নবী করীম

www.pathagar.com

(দঃ) কত স্পষ্ট করে বলেছেনঃ

আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দ্বারা সেসব জিনিস বন্ধ করে দেন - যা শুধুমাত্র কুরআন দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব নয়। (কানজুল উম্মাল)

মুসলমান হয়েও শরীয়তের উপর আমল না করতে পারার গণমানুষের এ যে ব্যর্থতা-ইদানিং তা বহুমাত্রিক সমস্যা, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে- যার ধারা বর্তমানে ও অব্যাহত রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের বদৌলতে কোন দেশ-কোন জনপদই এখন বিচ্ছিন নয়। দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে যোগাযোগ- সম্পর্ক এখন অনেকটা তাৎক্ষণিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী একটা আন্তর্জাতিকীকরণের (Internationalisation) হাওয়া বেশ জোরে শোরে চলছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বায়ন (Globalisation) -এর এ যে প্রচেষ্টা-এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র ইসলাম-বিরোধী, ইসলামের সঙ্গে সাংঘার্ষিক-তা শিক্ষা, অর্থ, শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, ধর্মীয়-যে কোন অঙ্গনের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সুতরাং দেশে বিরাজমান ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রীয় কাঠামো, পরিবেশের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে সিংহভাগ এনজিও (NGO) গুলোর কর্মকাণ্ড, রেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্র সহ যাবতীয় গণমাধ্যম, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিবিধ অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা, এছাড়াও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন চক্রের আড়ালে ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিকীকরণের বহুমুখী অপচেষ্টা। এ সকল বহুবিধ, প্রায় সার্বক্ষণিক অপতৎপরতার তোড়ে দেশের গণমানুষ পড়েছে উভয় সংকটে। একদিকে মুসলমান হওয়ার কারণে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা অপরদিকে ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্বাহী ক্ষমতা, একদিকে ঈমান-আমলের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অন্যদিকে জীবন-জীবিকার মৌলিক দাবী, একদিকে আদালতে-আখিরাতে জওয়াবদিহীর অগ্নিপরীক্ষা আর অপরদিকে দুনিয়াবী ভোগের হাতছানি। বলা বাহুল্য-মুসলমান হওয়ার কারণে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে মানুষের প্রাথমিক ইতঃস্ততা, জড়তা

www.pathagar.com

অবশ্যই থাকে। কিন্তু সম্মিলিত এবং প্রায় সার্বক্ষণিক ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রবল চাপে,কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানুষের অন্তরের সত্য চাপা পড়ে যায় ধীরে ধীরে, সমাজের সিংহভাগ লোক গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়-মিথ্যার অনুসারী হয়ে যায়। কেবল মুষ্টিমেয় লোক ঈমানী চেতনার কারণে ক্ষতবিক্ষত হয়, হৃদয় তাদের রক্তাক্ত হয়।

মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের এ মনস্তাত্বিক প্রকৃতি-মানুষের এ সহজাত বৈশিষ্ট্য তাঁর পুরোপুরি জানা রয়েছে। কত রাহমানির রাহীম মহান আল্লাহতায়ালা ! তাই মদীনার পবিত্র ভূমিতে হুকুমত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন শরীয়তই নাযিল করেননি। আর কেমন রাহমাতুল্লিল আ'লামীন হচ্ছেন নবী করীম (দ.)! হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শরীয়তের কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের উপর আরোপ করেননি। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পটভূমিতে, নবী-করীম (দ.)-এর নূরানী জীবন-চরিত্রে এ মহাসত্য এত বেশী প্রকট, এত বেশী দেদীপ্যমান-বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করার কেহ আছে কি?

অথচ কি আশ্চর্য! মিলেনিয়ামের এ সন্ধিক্ষণেও ইসলাম-বিরোধী যত পথ-মত রয়েছে, তাদের ধারক-বাহকরা মহান আল্লাহর এ শাশ্বত নির্দেশনা-রসূলে করীম (দ.)-এর এ কার্যকরী তরীকার (হুকুমতের মাধ্যমে শরীয়ত) অনুসরণ করে মুসলিম দেশগুলোসহ পৃথিবীর তাবৎ অন্যান্য ভূখণ্ডে বাতিলের, তাগুতের শাসনদন্ড চালিয়ে যাচ্ছে আর খোদ্ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হওয়ার এবং রসূল (দ.)-এর উত্তরসূরী হওয়ার দাবীদার দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ যুগ যুগ ধরে সম্পূর্ণ বিপরীত পথ-শরীয়তের প্রচারের মাধ্যমে হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ অনুসরণ করে চলেছেন। জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের যে ঘনঘটা, ঘূর্ণিঝড়ের যে মহাবিপদ সংকেত দেখা যাচ্ছে- সর্বশ্রেণীর আলেম সমাজ যদি কালবিলম্ব না করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একতাবদ্ধ না হন, সোচ্চার না হন-তাহলে শুধু শরীয়ত নয়, পুরো দ্বীনটা-মানুষের ঈমানের ভিত্তি ভূমিটা সমূলে এ ভূ'ভাগ থেকে উৎপাটিত হয়ে যাওয়ার চরম আশংকা মোটেও অমূলক নয়।

www.pathagar.com

এ প্রবন্ধে মহানবী (দ.) এর তেইশ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগীর মক্কী জীবনের তের বৎসরকে হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন এবং মাদানী জীবনের দশ বৎসরকে হুকুমত প্রতিষ্ঠার সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই বাস্তবতার কারণে-বিষয়বস্তু এবং হেদায়েতের নিরিখে মক্কী সূরা এবং মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য এত স্পষ্ট এবং কখনও কখনও বিপরীতধর্মী হওয়ার কারণে এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর ও লক্ষ্যণীয়-হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন এবং হুকুমত প্রতিষ্ঠার উত্তরকালীন-এর মাঝামাঝি কোন অন্তর্বর্তীকালীন সময় বা Transitional period -এর অস্তিত্ব বা এ সম্বন্ধীয় কোন দিক-নির্দেশনা আল-কুরআনে অনুপস্থিত।

সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম জনপদে, মুসলিম দেশে যারা ইসলামী হুকুমত কায়েমে সক্রিয়, তাদের কর্মনীতির এ মৌলিক পার্থক্য আন্তরিকভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক এবং হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা দরকার। আল-কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা, স্বয়ং নবী করীম (দ.) যা অনুসরণ করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে উম্মতের জন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন। সুতরাং হুকুমত কায়েমের চেষ্টায় নবী করীম (দ.)-এর অনুসৃত কর্মনীতি থেকে কোন মৌলিক পরিবর্তন, কোন মৌলিক বিচ্যুতি কোন কালে, কোন দেশে যে কোন অযুহাতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় নবী করীম (দ.)-এর কর্মনীতি থেকে মৌলিক বিচ্যুতির ফলে ব্যক্তিগত, দলীয় বা শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের ক্ষেত্রে পেশাগত সাময়িক কিছু সুবিধা, আপাতঃ কিছু প্রাপ্তি ঘটলেও ঘটতে পারে, কিন্তু হুকুমত প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সময়ে তা মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা রূপে বিবেচিত হতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে অনেক শ্রদ্ধেয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে অর্থবল, জনবলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমানী

www.pathagar.com

বল-দ্বীনের এ মহান ফরজ দায়িত্ব যারা আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন, তাদের শরীয়তের পরিসীমায় থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হওয়া। নবী করীম (দ.)-এর হুকুমত পূর্বকালীন কর্মনীতি অনুসরণ না করে, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে দুনিয়াবী উপাদান-উপকরণ অর্জন করে ইসলামী হুকুমত কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আর কোন কালে কখনও তা হলেও অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে তা স্থায়িত্ব পাবেনা বা কাঙ্খিত সুফল বয়ে আনবে না।

একবার চিন্তা করি, দ্বীন প্রচারে তায়েফের তিক্ত-অভিজ্ঞতার পর মহানবী (দ.) যখন আবার মক্কাভূমিতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন-তখন তাঁর কি জনবল, কি অর্থবল ছিল ? ঘরে-বাইরে মহানবী (দ.)-এর তখন কী সংকটকাল অবস্থা ! আপনি পিতৃব্য আবু তালিব যিনি মক্কাবাসীর সকল রক্তচক্ষু উপক্ষো করে এতকাল মুহাম্মদ (দ.)-কে স্নেহের ছায়ায় রাখতে সদা তৎপর ছিলেন, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর অপরদিকে জীবন-সঙ্গীনি বিবি খাদিজা (রা.) যিনি বিবাহের পর থেকে এতকাল শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে, সান্ত্বনা-সহমর্মিতার বাণী শুনিয়ে নবী করীম (দ.)-কে প্রাণশক্তি যুগিয়েছেন, সে মহীয়সী নারী ও বিদায় নিয়েছেন। সার্বিক অবস্থা এমনই প্রতিকূল যে খোদ্ নবী (দ.) ভূমিপুত্র (Son of soil) হয়েও জন্মভূমির দাবী নিয়ে স্বেচ্ছায় মক্কায় প্রবেশে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোল খাচ্ছিলেন।

আর অর্থবল তো দূরের কথা- আর্থিক স্বচ্ছলতা নবী করীম (দ.)-এর কোন সময়ই ছিল না। নিজের, পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন না মিটিয়ে দান করা তাঁর সহজাত অভ্যাস ছিল। অথচ কি পরম আশ্চর্য ! জনবলহীন, অর্থবলহীন তায়েফের অব্যবহিত পরের এ সংকটময় অবস্থায় মহানবী (দ.)-এর সশরীরে মেরাজ হয়েছে -আকাবার পথ ধরে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ-দ্বার উম্মোচন হয়েছে। মক্কাবাসীরা নবী (দ.) -কে দীর্ঘ চল্লিশটি বৎসর দেখেছে- তাঁকে আল-আমিন, আস-সাদিক পর্যন্ত উপাধি দিয়েছে, দশ/এগার বৎসর পর্যন্ত তিনি তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছেন। অথচ গুটিকতক লোক ছাড়া হতভাগা সিংহভাগ

www.pathagar.com

মক্কাবাসীর ঈমান নসীব হয়নি, বরং বিনিময়ে নবী (দ.) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের জীবনে নেমে এসেছে অত্যাচার, নির্যাতন, বয়কটের নিষ্ঠুর মহড়া। আর অন্যদিকে মক্কা থেকে ২৭০ মাইল উত্তরে মদীনার কিছু সংখ্যক লোক আকাবার শপথের মাধ্যমে মাত্র কয়েক ঘন্টায় নবী (দঃ)-এর সংস্পর্শে এসে দ্বীনের জন্য, নবী পাক (দঃ)-এর জন্য জানমাল দিয়ে জিহাদের পবিত্র শপথে উজ্জীবিত হয়েছে। মক্কা এবং তায়েফবাসীদের বিপরীতে মদীনাবাসীদের এহেন ত্বরিত ঈমান গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে জিহাদের শপথ গ্রহণ কত অভাবনীয়- কত তাৎপর্যমন্ডিত! অর্থবল, জনবল ছাড়া ত্বরিতগতিতে জান-মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করে দ্বীন কায়েমের জন্য একদল মুজাহিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার এ ঘটনা ভাবনার বিষয় নয় কি?

নবী করীম (দ.)-এর মেরাজ এবং আকাবার শপথের কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস -এটা মহান আল্লাহর সাহায্য, রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। তায়েফের ময়দানে আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহকে ভালবাসার, মানুষের হক আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ মহানবী (দ.) আপন পবিত্র লোহু, আপন পবিত্র খুনের যে নজরানা মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করেছেন, মেরাজ এবং আকাবার শপথগুলো তারই সোনালী ফলশ্রুতি। যুগে যুগে আল্লাহর সাহায্য এসেছে এমনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। শর্ত শুধু একটিই-নবী করীম (দ.)-এর কর্মনীতি এবং শরীয়তের উপর দৃঢ় থেকে দ্বীনের কাজ অব্যাহত রাখা। আল্লাহকে ভালবাসলে, মানুষের জন্য আল্লাহর ভালবাসা অবধারিত হয়ে যায়-মানুষকে ভালবাসলে কোন না কোন জনপদের মানুষের ভালবাসা ও তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমের বাণী–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ○

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালবাসা দেবেন। আয়াত-৯৬; সূরা - মারইয়াম।

www.pathagar.com

শরীয়তের যাবতীয় সৎকর্ম যে আল্লাহর হক এবং বান্দার হকে ভাগ করা যায় - তা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে দেশের মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা এবং চলমান দ্বীনি আন্দোলনে অনুদান, এয়ানত অথবা চাঁদার মাধ্যমে জনগণ থেকে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহের বিষয়টি এসে যায়। দেশে বিদ্যমান অনৈসলামী অর্থনৈতিক তৎপরতা এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কারণে দ্বীনের কাজের জন্য সংগৃহীত এ অর্থের সিংহভাগই যে অবৈধ, হারাম-এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। হালাল সম্পদ ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক বিষয়-কোন অযুহাতে তাই এ বিষয়টাকে গৌন করে দেখা উচিত নয়। দেশের শ্রদ্ধেয় আলেমগণ ও দ্বীনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কেন যে শরীয়তের এ মৌলিক বিষয়টিকে উপেক্ষা করে চলছেন-জনসাধারণের নিকট তা স্পষ্ট নয়। দ্বীনি কাজের জন্য প্রাপ্ত এ অর্থ সাধারণ অর্থে শুধু হারাম নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদ,ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে লুণ্ঠনকৃত জনগণের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের অর্থ। আর শরীয়তের মাপকাঠিতে তা কত মারাত্মক! অথচ দেশের সম্মানিত আলেমগণ, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দগণ এ সকল চরম হারাম অর্থ গ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত হয়ে তাঁদের নূরানী ক্বলবকে অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছেন-তাঁদের নূরানী হাত এর ফলে কালিমাযুক্ত হচ্ছে-এটা তো তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী বোঝার কথা। আলেম হওয়ার কারণে, ইসলামী চিন্তাবিদ হওয়ার কারণে তাঁরা এমন কোন ঠেকায় বা বাধ্যবাধকতায় পড়েননি যে শরীয়তের মৌলিক সীমালঙ্ঘন করেও তাঁদের এ সকল কাজের আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

ইসলামী শরীয়তের অথবা হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে উন্নত-মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার দু'টি মৌলিক বিষয়-আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহকে ভালবাসা, মানুষের হক আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভালবাসার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমরা কি দেখেছি? দ্বীন প্রচার এবং কায়েমের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো-মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ দ্বীনি আন্দোলনগুলো-খোদ্

www.pathagar.com

সেগুলোর সিংহভাগ ব্যয়ভার চলছে মানুষের অধিকার হরণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের অনুদানে। সুতরাং যদি বলা হয়-স্বয়ং মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ চলমান দ্বীনি আন্দোলনগুলো মানুষের হক আদায়ের পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতা অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার হরণের পরোক্ষ নীরব সমর্থক-তাহলে কি বড় একটা অসত্য বলা হবে? আর দেশের শ্রদ্ধেয় আলেমগণ-ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়ার কারণে তাঁদের ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য নয় ? হালাল সম্পদ ইসলামে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় কোন অযুহাতে এটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। দ্বীনের খাতিরে, জনগণকে ভালবাসার খাতিরে বিরাজমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকলের সমস্যার গভীরে যাওয়াটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

এর বিপরীতে নবুয়তপূর্ব জিন্দেগীতে এবং হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বে মক্কী জীবনে, সুদীর্ঘ এ তিপ্পান্ন বৎসর সময়ে বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে অথবা ীন প্রচারের জন্য নবী করীম (দ.) কারো নিকট হাত াতেন নি- কারো দান, অনুদান নিজে গ্রহণ করেননি। প্রাক হুকুমতকালীন মক্কীযুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোতে একটি আয়াত ও খুঁজে পাওয়া যায় না-যেখানে মুমিন গণ-মানুষের নিকট থেকে দান-অনুদান গ্রহণের নির্দেশনা এসেছে। অবশ্য সাধারণভাবে দান-সদ্‌কার ব্যাপারে অভাবী, সাহায্য প্রার্থীদের খাতিরে এগিয়ে আসার জন্য অনেক আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে। দাতা-গ্রহীতার এ সম্পর্ক হচ্ছে সরাসরি-তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতা ছাড়া। আর মানুষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের- মানুষকে ভালবাসার এর চেয়ে কার্যকরী, উত্তম পন্থা আর কিছুই হতে পারেনা। সত্যিই তো- নিজের রক্ত-পানি করা পরিশ্রমে, ঘাম-ঝরানো কষ্টে অর্জিত আয় থেকে গরীব দুঃখী, সাহায্য-প্রার্থী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য দান করার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির হৃদয়-রাজ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, ঈমানী-তখ্‌তে সমস্যার যে স্বরূপ উন্মোচিত হয়-তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। আর এর বিপরীতে-দান, অনুদানের মাধ্যমে জনগণ থেকে সংগৃহীত বৈধ- অবৈধ অর্থের সংমিশ্রণে প্রাপ্ত লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেও

www.pathagar.com

উল্লেখিত অনুভূতির অনুমাত্র অর্জিত হয় না। আর তাছাড়া-মহান আল্লাহতায়ালার নিকট যে কোন নেক কাজের পরিমাণটা আসল নয়, আসল হচ্ছে-গুণগত মান; নেক আমলের সংখ্যা বিবেচ্য নয়-ত্যাগটাই আল্লাহর নিকট মূখ্য।

প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশ-বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে আলেম সমাজসহ বিভিন্ন দল-মত বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচারে এবং ইসলাম কায়েমের চেষ্টায় সক্রিয়। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার সঙ্গে আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে প্রত্যাশিত ভালবাসার বন্ধন তৈরী হচ্ছে না-ইসলামী হুকুমত কায়েমের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে না, বরং দিন দিন যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সঙ্গে আলেম সমাজের, দ্বীনি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা বেড়ে চলছে। সর্বোপরি হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে বহুল আকাঙ্খিত আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হচ্ছে না। বলা বাহুল্য-দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসহ দ্বীনি আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হারে হারাম, অপবিত্র অর্থের অনুপ্রবেশ এর অনেকগুলো মৌলিক কারণের মধ্যে একটি।

বক্ষ্যমান নিবন্ধে যা বলা হয়েছে-এর একটি শব্দ, একটি কথা ও দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ অথবা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দ্বীন প্রচার ও কায়েমের অবদানকে খাটো করার উদ্দশ্যে নয়। মহান আল্লাহ যা বলার এবং লেখার তওফিক দিয়েছেন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি-খালেছ নিয়তে, দ্বীনের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে লেখার চেষ্টা করেছি। যদি কেউ এর বিপরীত ধারণা করেন, তাহলে আমার নেক-নিয়তকে আহত করা হবে-তীব্র যন্ত্রণায় বিদ্ধ করা হবে। আমার দ্বীনি-বুঝ, ঈমানী-চেতনার সবটুকু দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের নিকট থেকে ধার করা-তাঁদের নিকট আমি গভীরভাবে ঋণী। আলেম সমাজের কারো না কারো নেতৃত্বে, ইমামতিতে আমি জামায়াতে নামাজ আদায় করি-তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ-শিক্ষক। তাঁদের সোহবতে এসে - তাঁদের স্নেহপরশ পেয়ে আমি এ অধম ধন্য হই, তাঁদেরকে উছিলা করে আমি আখিরাতে নাজাতের পথ খুঁজি।

www.pathagar.com

নবী (দ.)-এর প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করে নূরনবী (দ.)-কে স্বচক্ষে দেখার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ-নবী (দ.)-এর উত্তরসূরী,নবী (দঃ)-এর ছায়া। দূর থেকে আমি শ্রদ্ধেয় আলেমদের দেখি, তাকিয়ে থাকি। কেন জানি- আলেম সমাজকে দেখে আমার নবী (দঃ)-এর পাগড়ী মোবারকের কথা, দাঁড়ি মোবারকের কথা, লেবাস-মোবারকের কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠে। আমার এ নড়বড়ে ঈমানেও নবী প্রেমের জোয়ার আসে, আমি আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠি, দল-মত-সিলসিলা-ইজতেহাদী মত পার্থক্যের অনেক উর্ধ্বে চলে যাই, আলেম সমাজের সকলকে আমি মহব্বত করি-শ্রদ্ধা পোষণ করি। আর যে আলেম সমাজ শত শত বৎসরের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নবী (দ.)-এর মোবারক সুন্নতগুলো নিজেদের অঙ্গে-দেহে ধরে রেখেছেন, মানুষ হিসেবে তাঁদের দুর্বলতা স্বত্বেও নবী করীম (দ.)-এর প্রতি তাঁদের সতত মহব্বতের বিষয়ে সন্দেহ পোষন করা আমার ঈমানের পরিপন্থী বলে আমি জানি-আমি মানি।

দেশের আলেম সমাজের সঙ্গে যাদের কিছুটা আন্তরিক যোগাযোগ রয়েছে, তারা জানেন- কত কষ্ট করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে আলেম সমাজ দ্বীনের নিভু নিভু দীপ শিখাকে জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টায় রয়েছেন। বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর হেঁটে হেঁটে অথবা সাইকেল চালিয়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পার হয়ে বাসায় গিয়ে দ্বীনের বাণী, শরীয়তের মৌলিক শিক্ষা কচি কচি বাচ্চাগুলোর অন্তরে আমানত হিসেবে রেখে আসেন তাঁরা। কালেমা তাইয়্যেবার এ অপার সম্ভাবনাময় বীজ থেকে একদিন চারা গজাবে-এর শিকড় মাটির অতল তলে গ্রথিত এবং এর শক্তিশালী কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা মহাকাশে বিস্তৃত হয়ে ফলভারে আনত হবে, সুশীতল ছায়া দেবে-এ আশা, এ দোয়া সচেতনভাবে দেশের আলেম সমাজ করে থাকেন। মাসিক পাঁচশত, এক হাজার, পনের শত, দু'হাজার, বড় জোর তিন/চার হাজার টাকা সম্মানি পেয়ে দেশের আলেম সমাজ মসজিদ- মাদ্রাসা-মক্তবগুলোর দিনের পর দিন খেদমত করে এ দুর্মূল্যের বাজারে জীবন যাত্রার ঘানি টেনে টেনে

www.pathagar.com

কত ক্লান্ত, কত হয়রান -তা আমরা সুবিধাভোগী শ্রেণীরা কখনও ভাবতে পারি না। আলেম সমাজের এ অসহায়ত্ব দ্বীন-দরদী, আলেম-দরদী ব্যক্তি মাত্রকেই ব্যথিত করে, ক্ষুব্ধ করে। যে নবী (দ.)-এর তর্জনীর ইঙ্গিতে, আল্লাহর ইচ্ছায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে থাকা চাঁদ পর্যন্ত দ্বিখন্ডিত হয়েছে, যে নবী করীম (দ.) পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বল-মহাবিশ্বের মহাকর্ষ বলের দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, মহাবিশ্বের অসীম সীমায় আল্লাহর আরশে সশরীরে হাজির হয়েছেন মেরাজের মাধ্যমে-তাঁরই ওয়ারিশ আলেম সমাজের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সংকোচন হতে হতে আজ মসজিদ-মেহরাবের সীমিত পরিসরে দুই-তিন-চার রাকাত ফরজ নামাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দেশ-সমাজের নিকট জিম্মি হয়ে থাকা আলেম সমাজের এ অসহায়, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা দ্বীন-দরদী, আলেম-দরদী লোকের চোখের নীরব অশ্রু, তার বোবা কান্না। মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নন-কিন্তু শরীয়ত আরোপিত কর্তব্য পালনে তাঁদের এ সীমাবদ্ধতা, তাঁদের এ অসহায়ত্বের সিংহভাগ দায়-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ ব্যবস্থার-এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ প্রবন্ধে আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমানদের স্বাধীন এ দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ এবং সাধারণ গণমানুষের ক্ষেত্রে একমাত্র হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হতে পারে-এটা স্পষ্ট করার, প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বলতে সর্বতোভাবে-পরিপূর্ণভাবে দ্বীন ইসলামকে ক্ষমতায় বসানোর কথা বোঝানো হয়েছে; কোন ক্রমেই কোন ব্যক্তি-বিশেষ, দল-বিশেষ, শ্রেণী-বিশেষকে ক্ষমতায় বসানোর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যে কোন মহলের কোন সন্দেহ-সংশয়ে পড়া উচিত নয়। আর তা'ছাড়া-যে শরীয়তের উপর যথাযথ আমল করে উন্নত, মহৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে দ্বীন প্রচার এবং কায়েমের নির্দেশনা এসেছে কুরআন-হাদীসে, স্বয়ং সে শরীয়তে ক্ষমতালাভের কনামাত্র আশা-আকাঙ্খা অন্তরে লালন করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর তাই

www.pathagar.com

যুগে যুগে সকল নবী-রসূল দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে গোষণা করেছেনঃ

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো রব্বুল আলামীনই দেবেন। আয়াত-১৪৫,,সূরা আশ-শোয়ারা।

মক্কী যুগে হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বে কাফের, মুশরিকদের-অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদের লক্ষ্য করে নবী করীম (দ.) ও একই কথায় পুনরাবৃত্তি করেছেন-

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ٥

আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ মাত্র।
আয়াত ৯০; সূরা আল-আনআম।

কাফের, মুশরিকরা বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নবী করীম (দ.)-এর পদমূলে ক্ষমতা, ধন-সম্পদ অর্পন করতে চেয়েছে। রসূলে করীম (দ.) সেগুলো দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে বরং কাফের, মুশরিকদের কালেমা তাইয়্যেবা স্বীকৃতির উপরই অটল ছিলেন। নবী (দ.)-এর উত্তরসূরী হিসেবে দেশের আলেম সমাজেরও তাই একই কথা, একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি-ইসলামী হুকুমত কায়েম, ইসলামকে ক্ষমতায় বসানো তাদের প্রাণের দাবী-তাদের নিকট মূখ্য বিষয়, ক্ষমতা বা দুনিয়াবী কোন ফায়দা-সম্পদের বিষয়টা একেবারে গৌন।

ইসলামী হুকুমত কায়েমে নিবেদিত দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ আল্লাহকে ভালবাসেন, মানুষকে ভালবাসেন। সুতরাং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হক, মানুষের হক প্রতিষ্ঠা করে তারা আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার, মানুষের ভালবাসা পাওয়ার কাঙাল-ক্ষমতা পাওয়ার কাঙাল তাঁরা মোটেও নন। ইসলামী হুকুমত কায়েম করে সমাজের সর্বশ্রেণীর কোটি কোটি বনি-আদমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ইহজীবনে কাঙ্খিত শান্তি এবং আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর মধ্যে যে অমৃত সুখ,

www.pathagar.com

অপারসীম তৃপ্তি-সর্বোপরি মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি-প্রতিদান রয়েছে, সেগুলোর তুলনায় ক্ষমতা বা দুনিয়াবী যে কোন বিনিময় তুচ্ছ, একেবারে নগণ্য।

আর তাছাড়া কোন জনপদে ক্ষমতা বা শাসন কর্তৃত্ব অর্জনের বিষয়টি পুরোপুরি মহান আল্লাহর এখতিয়ারে। আল-কুরআনের ভাষায়ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ۚ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী কর আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোঁমার হাতেই, নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আয়াত ২৬; সূরা আলে ইমরান।

এ বিষয়ে আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে উল্লেখ রয়েছেঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ –

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন-। আয়াত ৫৫; সূরা আন-নূর।

সুতরাং দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ, দ্বীনি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শরীয়তের উপর যথাযথ আমল করে আল্লাহর হক, বান্দার হক আদায় করে সৎকর্মশীল উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবেন-অতঃপর ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন-এটিই আল-কুরআনের কথা-ক্ষমতার বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহর নিকট সোপর্দ। আর তাছাড়া, প্রশাসনে সরাসরি জড়িত না হয়ে-জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়েও প্রশাসন-জন প্রতিনিধির উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করা, দেশ-সমাজ পরিচালনায় তাদের কর্মনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করাই তো আসল ক্ষমতা। আর ইসলামী হুকুমত কায়েমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এটিই।

www.pathagar.com

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সচেতন আলেম, দ্বীন-দরদী ব্যক্তি মাত্রই অবগত রয়েছেন। প্রায়ই নব্বই শতাংশ মুসলমানের এ দেশে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলোর একটিও যেভাবে কায়েম থাকার কথা, তার ধারে-কাছেও নেই। সর্বসাধারণ মানুষের সার্বিক অধিকার আজ উপেক্ষিত, পদদলিত। অত্যাচারিত, মজলুম মানুষের অভিশাপে জনপদের আকাশ-বাতাস আজ ভারাক্রান্ত। আকাশ সংস্কৃতিসহ সর্বপ্রকার গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষের ইসলামী মূল্যবোধ- ইসলামী নৈতিকতা ধ্বংসের অহরহ মহড়া চলছে। দেশের দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন সংকুচিত-ক্ষীণ করার অপচেষ্টা চলছে। ছলে-বলে-কৌশলে দেশের আলেম সমাজের মধ্যে বিভেদ, নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা-শিক্ষা যেটা চালু রয়েছে- সে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে ও হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস পর্যন্ত করা হচ্ছে। একদিকে মুক্তবুদ্ধি, মত প্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে ইসলামী শরীয়তকে হেয় করা হচ্ছে, অথচ অন্যদিকে ইসলাম-পন্থীদের, আলেমদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে মৌলবাদী বলে প্রচারণা চলছে। সিংহভাগ মুসলমানের দেশে আঘাতে আঘাতে পবিত্র ইসলাম আজ জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। এ যেন তায়েফের ময়দানে নবী করীম (দ.)-এর রক্তরঞ্জিত, ক্ষতবিক্ষত পবিত্র দেহ !

সময় এসেছে-কালবিলম্ব না করে দেশের আলেম সমাজের, দ্বীন দরদীদের, নবী-প্রেমিকদের তায়েফের ঐ রক্তমাখা স্মৃতি হৃদয়-মনে উদ্ভাসিত করার, জাগ্রত করার। যে নবী করীম (দ.)-এর পবিত্র রক্তের বিনিময়ে দ্বীন পেয়েছি, আল-কুরআন পেয়েছি- সর্বোপরি মহান আল্লাহকে চিনতে পেরেছি, সে মহান নবীর রক্ত-ঋণ সামান্যতম হলেও পরিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, একতাবদ্ধ হওয়া। চারদিকে আজ চরম হতাশা, ঘণীভূত অন্ধকার- এ তো তায়েফ পরবর্তী নবী (দ.)-এর জীবনীর সঙ্গে তুলনীয়। তাই একবিংশ শতাব্দীর এ শুভ সূচনার মুহূর্তে দেশের নেতৃস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদদের তাৎক্ষণিক ঈমানী ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে 'আক্বাবার শপথ' নেওয়া-

ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্য বার কোটি তৌহিদী জনতাকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া-সক্রিয় করা।

www.pathagar.com

আক্বাবার শপথের বিষয়বস্তু-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী ফল-এসবই আলেম সমাজ অবগত রয়েছেন। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আক্বাবার শপথের প্রতিধ্বনি করে আল-কুরআনের সূরা হজ্জের ৪১তম আয়াতটি-এর বিষয়বস্তু, এর রূপরেখা রূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য সার্বিক দিক দিয়ে উপযোগী-আক্বাবার মহান শপথের মতই সুদূর প্রসারী। তাই আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হোক-দ্বীন ও দেশের বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে, শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের আজকের 'আক্বাবার শপথের মূল বিষয়বস্তু'ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ –

(১) ইসলামী হুকুমত কায়েম করা

(২) নামাজ কায়েম করা, যাকাতের ব্যবস্থাপনা করা

(৩) আমর-বিল মা'রূফ ও নেহি আনিল মুনকার- সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা।

বার কোটি মুসলমানের মধ্যে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবেনা- যিনি প্রকাশ্যে আল-কুরআনের এ আয়াতের বিরোধীতা করার সাহস রাখেন। কোন সরকারই আল্লাহর এ বাণীর বিরোধীতা করে এ দেশে টিকে থাকার হিম্মত রাখেনা। শুধু দরকার-দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজকে বিষয়বস্তুর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকা, আল্লাহকে ভালবেসে-মানুষকে ভালবেসে সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।

এদেশের শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু'লক্ষেরও অধিক মসজিদের ন্যায় ইসলামী হুকুমত ও দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের সম্পত্তি-মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের অন্তরে রক্ষিত পবিত্র আমানত। ইসলামী হুকুমতের সঙ্গে নবী করীম (দ.) -এর নূরানী জীবনের পুরোটাই সম্পর্কিত-ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নবী (দ.)-এর এ আদর্শ বাস্তবায়ন করা তাই সকল মুসলমানের ঈমানের দাবী। দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ বার কোটি মানুষের ইমাম, দেশের

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টসহ সকলে তাঁদের নেতৃত্বে জামায়াতে নামাজ আদায় করেন। ইমাম হিসেবে 'তাকবীরে তাহরীমা' তাঁরাই প্রথম উচ্চারণ করেন- অবশিষ্ট সকলে স্ব স্ব ইমামের অনুসরণ করেন শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে। সুতরাং জাতির এ সন্ধিক্ষণে ইসলামী হুকুমত কায়েমের উচ্চকিত তাকবীর-ধ্বনি আলেম সমাজের পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হওয়াটাই যথার্থ-শোভনীয়। আর দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের দ্বীনের এ ফরজ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের পথ তাতে কত সহজ হয়ে যায়! দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনায় কত আন্তরিক, কত নিবেদিত অথচ শরীয়তের ফরজ থেকে নফল পর্যন্ত সকল কাজ সকল মুসলমানের সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য ইসলামী হুকুমত কায়েম করার মত ফরজ কাজে তাঁরা অবদান রাখবেন না, ইসলাম-দরদী, জন-দরদী ব্যক্তির তা ভাবতে কষ্ট হয়-বুক খান্ খান্ হয়ে যায়-হৃদয় রক্তাক্ত হয়।

আলোচ্য নিবন্ধের আলোকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের মহান লক্ষ্যকে বাস্তাবায়ন করতে হলে কয়েকটি Ground work বা প্রস্তুতি মূলক কাজ অপরিহার্য। সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) এ নিবন্ধে হুকুমত কায়েমের প্রচলত কর্মনীতি-কর্মকৌশলের বিপরীতে কয়েকটি মৌলিক বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে দেশের সকল দল-মতের নেতৃস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদদের মতবিনিময়, আলোচনার প্রচুর আবকাশ রয়েছে। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাসা-এতিমখানা বিষয়ক ফরজ-নফলের ধারণা, হুকুমত পূর্বকালীন এবং হুকুমত উত্তরকালীন কর্মনীতির মৌলিক পার্থক্য, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান-দ্বীনি আন্দোলনে হারাম-অপবিত্র অর্থের অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত কথা, আলেম সমাজের শরীয়ত যথাযথ পালনে আল্লাহকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা বিষয়ক বক্তব্য, সর্বোপরি সাধারণ গণমানুষের জন্য হুকুমত আগে-শরীয়ত পরে, এগুলো নিশ্চয়ই সময়ের প্রেক্ষাপটে মৌলিক চিন্তা-চেতনা। তাই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের মুক্ত-চিন্তা, নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক, স্বচ্ছ ধারণা এবং সহীহ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হওয়া জরুরী। কুরআন-হাদীসের আলোকে এবং নবী করীম (দ.)-এর পূত-পবিত্র জীবন চরিত্রের মাপকাঠিতে নির্ভুল হিসেবে যা বিবেচিত হবে, সে নীতি-পলিসিকে সকল দল-মতের নেতৃস্থানীয় আলেমদের, ইসলামী চিন্তাবিদদের অকপট চিত্তে এবং সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করা। হুকুমত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি-কর্মনীতি আন্তরিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের গ্রহণে বাস্তবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাঠে-ময়দানে সক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর হতে বিপুলভাবে সহায়ক হয়, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সংকটকালে-ক্রান্তিলগ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন এবং সর্বোপরি চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য ধাপে ধাপে বহুল আকাঙ্খিত আল্লাহর সাহায্য রহমত নাজিল হয়।

(২) ইসলামী হুকুমত কায়েমের কার্যকরী কর্মনীতি, কর্মপ্রক্রিয়া সকল দল-মতের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদদের গ্রহণযোগ্য হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে তা সংঘঠনের বিভাগ, জেলা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া-দেশের সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৃণমূল (Grass-root) পর্যায়ে বিবেচনা করা। কুরআন-হাদীসের আলোকে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের সকল স্তরের জনবলের নিকট ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করা, সকল সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা-সকলকে হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা, একতাবদ্ধ করা। ইসলামী হুকুমত কায়েমের এ আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে দেশের প্রতিটি ওয়ার্ড/ইউনিয়ন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায়ে সকল দল-মতের আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক অথচ পরিবর্তনশীল (আপাততঃ তিন বা ছয় মাস অন্তর) একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। অনানুষ্ঠানিক অথচ পরিবর্তনশীল কমিটি হওয়ার কারণে দীর্ঘস্থায়ী নেতৃত্বের ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট সকলের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে লোপ পাওয়ার কথা। সর্বোপরি নেতৃত্ব অর্জনের শরয়ী নিষেধাজ্ঞা, আল্লাহকে ভালবেসে- মানুষকে ভালবেসে ইসলামী হুকুমত কায়েম যে সকলের মূল লক্ষ্য, তার চর্চা-অনুশীলনের

www.pathagar.com

কারণে আশা করা যায় নেতৃত্বজনিত সংকট দূর হবে।

(৩) সারাদেশ জুড়ে ইসলামী হুকুমত কায়েমের কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতির নেটওয়ার্ক (Network) বিস্তৃত হওয়ার পর দেশের ৪টি প্রধান বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) থেকে একযোগে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল সকল দল-মতের আলেমদের উপস্থিতিতে সরকারী দলসহ দেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ইসলামী হুকুমতের রূপরেখা তুলে ধরা। প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমানের এ দেশে ইসলামকে ক্ষমতায় বসানো আলেম সমাজসহ সকলের ঈমানের দাবী, আল্লাহকে ভালবেসে-মানুষকে ভালবেসে সমাজে-রাষ্ট্রে আল্লাহর হক-মানুষের হক নিশ্চিত করা এবং আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে সকলকে বাঁচানো তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য-এটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া।

(৪) দেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকবে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। তবে জাতীয় সংসদ এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশের নেতৃস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে একটি শরীয়া কাউন্সিল থাকবে (অনেকটা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের ন্যায়)। বলার অপেক্ষা রাখেনা - আল্লাহর হক আদায় করে যাঁরা আল্লাহকে ভালবাসার এবং মানুষের হক আদায় করে যাঁরা মানুষকে ভালবাসার পর্যায়ে পৌঁছে সর্বসাধারণ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছেন-সে সকল সম্মানিত আলেমগণ/ইসলামী চিন্তাবিদগণই প্রস্তাবিত এ শরীয়া কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার জন্য উপযুক্ত। সংসদে পাশকৃত সকল বিল-আইন-বিধান শরীয়া কাউন্সিলের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য দেশের প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপন করা হবে। দেশে বর্তমানে প্রচলিত সকল আইন-সকল ব্যবস্থা, গুরুত্বের ক্রম পর্যায়ে, একটি একটি করে শরীয়া কাউন্সিলের নির্দেশনায় জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে, আলোচনার পর পাশ হয়ে শরীয়া-কাউন্সিলের অনুমোদনের পর প্রেসিডেন্টের সমীপে পেশ করা হবে। উল্লেখ্য, সকল আইন-বিল-প্রস্তাব অনুমোদনের ব্যাপারে শরীয়া

www.pathagar.com

কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, যেহেতু কুরআন-হাদীসের আলোকে, মাপকাঠিতে শরীয়া কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য থাকবে।

(৫) ইসলামী হুকুমতের এ যে রূপরেখা-দেশের সর্বত্র স্থানীয়ভাবে মসজিদভিত্তিক, দ্বীনি-প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলেম সমাজের নেতৃত্বে-ইসলামী বুদ্ধিজীবি-চিন্তাবিদদের সক্রিয় সহযোগিতায় আলোচনা,উপস্থাপনের মাধ্যমে জনমত তৈরীর, ঈমানী চেতনা সৃষ্টির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। আল্লাহকে ভালবাসার, মানুষকে ভালবাসার অঙ্গীকার নিয়ে নবী করীম (দ.)-এর হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন মক্কী জিন্দেগীর কর্মনীতিকে আকঁড়ে ধরে ক্রমান্বয়ে আন্দোলন গড়ার পদক্ষেপ গৃহীত হবে। প্রয়োজনে জাতীয় পর্যায়ে দেশের নেতৃস্থানীয় আলেম এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের নির্দেশনায় প্রতি মাসের অথবা প্রতি দু'মাসের শেষ জুমাবারে (স্থানীয়ভাবে যে কোন সময়) মিছিল, সমাবেশ করে আন্দোলনকে বিস্তৃত এবং ব্যাপকতার রূপ দেওয়া হবে। ক্রমে ক্রমে দেশের সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতায় সমাবেশ, মহাসমাবেশ করে আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা হবে। দেশের সরকার এবং প্রশাসন যন্ত্রকে বাধ্য করা হবে ইসলামী হুকুমতের রূপরেখা গ্রহণের জন্য- এ বিষয়ে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সংযোজনের জন্য অথবা গণভোট (Referendum) -এর ব্যবস্থা করে ইসলামী হুকুমতের রূপরেখার ব্যাপারে গণরায় নেওয়ার জন্য -সরকারের অনমনীয়তায় দেশে গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা ও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহই ভাল জানেন-তিনি কিভাবে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। দেশের আলেম সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত, নবী করীম (দ.)-এর তরীকা অনুসরণ করে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাওয়া।

দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার সকল দল-মতের বহুমুখী তৎপরতা-ত্যাগে এবং শ্রমে, শত শত পীর-আউলিয়ার পদভারে ধন্য বাংলাদেশের এই মাটি অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য বর্তমানে অধিকতর উর্বর। সংকীর্ণতা এবং অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠে

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীস সম্মত সার্বজনীন একটি কর্মনীতি এবং দিক-নির্দেশনার অপেক্ষায় অধীর হয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলে। আন্তরিকভাবে-খালেছ নিয়তে ইসলাম-দরদী, জন-দরদী লাখ লাখ জনতার সে উদ্দেশ্য পূরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে এ রচনায়। কিন্তু ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি চিহ্নিত করতে গিয়ে কুরআন-হাদীসের বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করা হয়নি। বরং নবী করীম (দ.)-এর পবিত্র জীবনকে সদা-সর্বদা স্মৃতিপটে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে আল-কুরআনের এ আয়াতকে কেন্দ্র করেঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকরে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। আয়াত ২১; সরা আল-আহযাব।

সুতরাং কি নবুয়ত পূর্ব জীবনে, কি হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন, কি হুকুমত প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্বে-সর্বাবস্থায় নবী করীম (দ.)-এর পূত-পবিত্র কর্মনীতিই আমাদের একমাত্র আদর্শ। সময়, পরিবেশ, জনপদ অথবা অন্য কোন অযুহাতে নবী করীম (দ.)-এর ওহীলব্ধ অনুসৃত নীতি থেকে কোন মৌলিক পরিবর্তন কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বলা বাহুল্য-দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা নিয়ে দেশের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের নিরন্তর যে হয়রানি, যে পেরেশানি, হৃদয়ের যে আকুলতা-ব্যাকুলতা-স্বল্পতম সময়ে তা দূরীভূত হবে। দেশের ক্যাডেট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল-প্রকৌশল বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষালয়, বিভিন্ন ধরনের একাডেমী, সরকারী সকল স্কুল-কলেজের দিকে তাকালে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ভার নির্বাহে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, অথচ তা সংগ্রহে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতার দরকার হয় না। মসজিদ, মাদ্রাসা,

www.pathagar.com

এতিমখানাগুলো ইসলামী হুকুমতের দায়িত্বে অর্পিত হবে বিধায় আলেম সমাজের জীবিকা নির্বাহ সহ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়ভার, ব্যয়ভার মুক্ত হয়ে দেশের আলেম সমাজ দেশ-জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিজেদের নিবেদন করতে পারবেন।

আর অপরদিকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে দেশে-সমাজে আল্লাহর হক এবং মানুষের হক আদায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে-স্বল্পকালের মধ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে। মানুষ ভোগে নয়, ত্যাগ স্বীকার করার মন্ত্রে দীক্ষিত হবে-যার ফলশ্রুতিতে জনপদে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়-অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা দূর হয়ে এ দুনিয়াতেই বেহেশতী সুখ, বেহেশতী শান্তির আবহ তৈরী হয়। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তির যে নিশ্চয়তা দেয়-এভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। দ্বীন ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হওয়ার, ইসলামী হুকুমত কায়েমের সার্থকতা এখানেই।

দ্বীন-ইসলামের এ চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রয়াসের অপেক্ষায় রয়েছে এদেশের লাখ-কোটি জনতা। বর্তমান প্রজন্ম, পরবর্তী প্রজন্ম-বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে, দুনিয়ায় অশান্তির দহনে এবং আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে ঝলসে যাবে-এটা কারো কাম্য হতে পারে না। দেশে হাজার হাজার আলেম, পীর, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শুধু কর্মনীতির পরিবর্তনে "হুকুমতের মাধ্যমে শরীয়ত" আন্তরিকভাবে গ্রহণে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার এবং শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের চেষ্টায় বর্তমানে হিমালয়-সম যে বাধার প্রাচীর বিরাজ করছে, কত অনায়াসে এবং স্বল্পতম সময়ে তার দূরীকরণ সম্ভব-তা অনুধাবন করার মত স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দান করুণ-আমীন। ছুম্মা আমীন।

– ০ –

www.pathagar.com

সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ- ইসলামের চিরন্তন জিহাদ

আমাদের সমাজে, আমাদের চারপাশে আজ যা হচ্ছে, যা ঘটছে - একে দুঃখজনক বললেও কম বলা হবে। নিত্যদিনের সংবাদপত্রে যে সকল অপসংবাদ, দুঃসংবাদ প্রকাশ পায়-তাতে সুস্থ,সচেতন লোকের আতংকিত হওয়ার কথা। আর এ কথা কে না জানে -শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত এরকম ঘটনাগুলোর মাত্র সামান্যতম অংশ সংবাদের মাধ্যমে পাঠকের নিকট পৌঁছে ; সীমাহীন অন্যায় পাপাচারের খন্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ পরিবেশের যে অখণ্ড চিত্র ধরা পড়ে-তা এক কথায় বীভৎস, লোমহর্ষক।

প্রতিদিনের সংবাদপত্রে হত্যা, খুনের কয়েকটি ঘটনা তো অতি বাস্তব। অনেকগুলো ঘটনা যেভাবে ঘটে - সাধারণ হত্যা, খুন বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। দলবদ্ধ হয়ে প্ল্যান করে বাড়ী ঘর অথবা অন্য কোথা থেকে জোরপূর্বক মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া - হাত-পা বেঁধে জবাই করা, গুলি করা, লাশকে বিকৃত করা অথবা খন্ড খণ্ড করে বস্তাবন্দী করা এবং অতঃপর হরেক প্রকারে লাশ গুম করে ফেলা-মানবতার কত নির্মম পরাজয়। হত্যা-খুন সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর অনেকগুলো যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায়, ভয়-ভীতিহীনভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়, চরম অপরাধ করার পর ও পরিণামের এতটুকু তোয়াক্কা না করে উল্টো নির্যাতিত, মজলুম মানুষকে হুমকি ধমকি দেওয়া হয় - মনুষত্বের জন্য এর চেয়ে অবমাননাকর কি হতে পারে? অথচ আল-কুরআনের স্পষ্ট ঘোষনা -

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِداً فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَاباً عَظِيْماً ○

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম - তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি

www.pathagar.com

প্রস্তুত রেখেছেন। আয়াত-৯৩; সূরা আন-নিসা।

অন্যায় হত্যার ভয়াবহতা কতটুকু- নিম্নের হাদীছের মাধ্যমেও তা বোঝা যাবে!

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন - একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর নিকট সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়ায়াতে এতদসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহতায়ালার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমন্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহতায়ালা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

- (ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী - মাযাহারী)

সাধারণ অন্যায় হত্যার পরিণাম যেখানে এতটুকু, সেখানে ব্যতিক্রমধর্মী যেসব অন্যায় হত্যা সমাজে সংঘটিত হচ্ছে তার পরিণাম কত মারাত্মক! উল্লেখ্য-শরীয়তে মুসলিম,অমুসলিম নির্বিশেষে সকল অন্যায় হত্যা অবৈধ, হারাম।

ব্যভিচার, ধর্ষণের বিষয়টি ও গত কয়েক বৎসর ধরে যেভাবে সংঘটিত হচ্ছে - সমাজের চিন্তাশীল লোকের শিহরিয়ে উঠার কথা। শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, পালাক্রমে ধর্ষণ, পি না-মাতা অথবা স্বামীকে হাত পা বেঁধে অসহায় করে তাদের সামনে তাদের আপনজনকে ধর্ষণ, পশুত্বের কোন্ স্তরে পৌঁছলে মানুষের দ্বারা এ জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের মিলন, হোক না উভয়ের সম্মতিতে, ব্যভিচার রূপে সমাজে স্বীকৃত। ব্যভিচার সুস্থ পরিবার তথা সুস্থ সমাজ গঠনের অন্তরায়, গণমানুষের নিকট চরম অনৈতিকতার, ঘৃণিত কাজ। অথচ কি আশ্চর্য, এদেশে লাইসেন্সধারী পতিতা রয়েছে যুগ যুগ ধরে! এদের পাশাপাশি ভাসমান, খন্ডকালীন, বিপদগামী, এক শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার ক্রমেই বেড়ে চলছে।

অথচ আল-কুরআনে নির্দেশ এসেছে-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। আয়াত-৩২; সূরা বনী ইসরাইল।

অথচ কুরআনের স্পষ্ট বিরোধীতা করে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতার ছদ্মাবরনে পূজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষময় ফল রূপে সমাজের অলিতে গলিতে যেনা-ব্যভিচার যে হারে ক্রমবর্ধমান - তাতে উদ্বিগ্ন না

www.pathagar.com

হয়ে পারা যায় না।

এ প্রসঙ্গে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি কালচারের বিষয়টি ও বিবেচনা করা যেতে পারে। শিল্প-সংস্কৃতি বিনোদনের নামে বর্তমানে যা হচ্ছে, যা চলছে -এটাকে কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? সরকারী গনমাধ্যম, রেডিও-টেলিভিশনের কম করে হলেও নব্বই ভাগ অনুষ্ঠানে ইসলামী নীতিমালার তোয়াক্কা করা হয় না। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারী গণমাধ্যম অথবা বিনোদনের উপাদান-উপকরণ রূপে ডিস চ্যানেল, ভিডিও ক্লাব, সিনেমা হল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাসহ অন্যান্য অডিও-ভিডিও মাধ্যম, এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন ম্যাগাজিন, পুস্তিকা, মডেলিং, ফ্যাশন শো ইত্যাদির মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধের যে ভয়াবহ পচন শুরু হয়েছে - কুরআনের দুটি আয়াতাংশের সঙ্গে তুলনা করলে তা বোঝা যাবেঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

(হে নবী) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে- এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন।

(হে নবী) মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান-তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে-। আয়াত ৩০,৩১; সূরা আন-নূর।

উপরোক্ত দুটি আয়াতাংশে নারী-পুরুষ (যাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে) উভয়কে দৃষ্টি সংযমের, পুরুষের জন্য সতর, নারীর জন্য সতর এবং পর্দা- উভয়ের এবং নারী-পুরুষ উভয়কে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যনীয়- যেখানে দৃষ্টি সংযত হয় না, সতর-পর্দা রক্ষা হয় না -কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই যেনা ব্যভিচারের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

কুরআনের উপরোক্ত দুটি আয়াতের আলোকে দেশের শিক্ষাঙ্গনে সহ-শিক্ষার যে ধারা চালু রয়েছে এবং কর্মক্ষেত্র সহ সমাজের অন্যান্য অঙ্গনে ও ধীরে ধীরে যার অনুপ্রবেশ ঘটছে - কোন ঈমানদারের পক্ষে তা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে ইসলাম মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। অথচ দৈনন্দিন জীবনে বর্তমানে এক শ্রেণীর মানুষ দ্বারা মানুষের অধিকার যেভাবে পদদলিত হচ্ছে, মানুষ যেভাবে শোষণ-জুলুমের শিকার হচ্ছে - মানবতার জন্য তা লজ্জাজনক। অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতার মোহে মানুষ কত নীচে নেমে যেতে পারে - এক কথায়, তা কল্পনাতীত। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাপে-ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, সুদ-জুয়া-লটারী, এসবই তো আমাদের জীবনের রুটিন মাফিক ঘটনা। জনগণের বেতন ভূক সরকারী আধাসরকারী অফিসের সিংহভাগ কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপরি/ঘুষে সন্তুষ্ট না হলে ন্যায্য সেবা দানে টালবাহানা করেন। অপরদিকে ক্ষেত্র বিশেষে মোটা অংকের বিনিময়ে ব্যক্তিবিশেষকে লাখ লাখ টাকার অবৈধ সুবিধা দিতে ও ইতস্ততঃ করেন না। সমাজে আর্থিক লেনদেনে বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা আজ প্রায় নির্বাসিত-কয়েক হাজার কোটি টাকার খেলাপী ঋণ এবং বৎসর কয়েক আগের শেয়ার কেলেংকারী যার নমুনা। মানবতার প্রতি কতটা নির্দয় নির্মম হলে গভীর রাতে ব্যরিকেড সৃষ্টি করে দূরপাল্লার বাস থামিয়ে যাত্রী সাধারনের সর্বস্ব লুট হওয়ার মত ঘটনা ঘটতে পারে অথবা বন্যা, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত, যানবাহনের দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির সহায়-সম্পদ খোয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতারণার শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে - নিত্যদিনের নূন্যতম চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে রক্তশূন্যতায় ভুগছে আর সমাজের মুষ্টিমেয় লোক অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাসবহুল, মেদবহুল জীবন-যাপন করছে।

অনেক ক্ষেত্রে রক্ষক আজ ভক্ষকের ভূমিকায়-জনগণ যাদের নিকট আমানত অর্পন করেছে, তাদের খেয়ানতকারীর ভূমিকায় জনগণ আজ ব্যথিত, ক্ষুব্ধ।

মূলতঃ এটাই সামাজিক বাস্তবতা - সমাজের শিরায় শিরায় আজ পাপাচারের অপ্রতিহত পদচারণা। উদাহরণ স্বরূপ-সমাজ জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছি, নতুবা সমাজের সকল ক্ষেত্রেই অনুরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান।

www.pathagar.com

অথচ আল-কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۞

হে ঈমানদাগরণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়-তা বৈধ। আয়াতঃ ২৯; সূরা আন্ নিসা।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ

এতীমদের ধন সম্পদের কাছেও যেওনা, কিন্তু উত্তম পন্থায়- যে পর্যন্ত সে বয়ঃ প্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আয়াত ১৫২; সূরা আল-আনআম।

ার হাদীছে তো বলা হয়েছেঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (দঃ) বলেন- মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামে জুলুম ও অবিচার তিন প্রকারঃ

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শির্ক- যা আল্লাহ কখন ও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর হকে ত্রুটি করা, যা মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে বান্দার হক বিনষ্ট করা যা আল্লাহতায়ালা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।-(ইবনে কাসীর)

আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত, মুসলমান হওয়ার পরিপন্থী আর যে জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ না নিয়ে ছাড়বেন না - মানুষের অধিকার হরনের এ কবীরা গুনাহ যে কত মারাত্মক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একবার চিন্তা করি, ভাবি-এ দেশের শহরে -বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, অলিতে-গলিতে, বাসা-বাড়ীতে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে অহরহ কি পরিমান কবীরা গুনাহ সংঘটিত হচ্ছে? এক কথায়- অগনিত, অসংখ্য, অপরিমেয়। সংঘটিত পাপকর্মগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে শুধু কবীরা গুনাহ বললেও কম বলা হবে। কারণ ভুলক্রমে, বিচ্ছিন্নভাবে কবীরা গুনাহ করা এক কথা আর কবীরা গুনাহ বারবার করা, প্রকাশ্যে করা, দলবদ্ধভাবে

www.pathagar.com

করা, কবীরা গুনাহকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, একে লালন করা-টিকাইয়া রাখা, কবীরা গুনাহকে আধুনিকতা প্রগতিশীলতা মানবাধিকারের আবরণে ঢাকা-শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেক বেশী মারাত্মক।

যে জনপদে হত্যা-ধর্ষন-ব্যভিচার-অশ্লীলতা-মানুষের অধিকার হরনের এত সমারোহ, রুটিনমাফিক পাপকাজের এত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান - আয়োজন, অথচ পাপকার্যের পৃষ্ঠপোষকেরা - অংশগ্রহণকারীরা কোন প্রতিবাদ অথবা সতর্কবানীর মুখোমুখি হয় না, সে জনসমষ্টির আবেদ-জাহেল নির্বিশেষে সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাবের সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। এটাই শরীয়তের ফয়সালা, যাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আল কুরআনের ভাষায়ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

কালের শপথ -

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, অপদস্ত - কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। -সূরা আছর।

সুতরাং মুক্তির জন্য শুধু নিজে ইবাদতকারী হওয়া যথেষ্ট নয় - নিজ নিজ পরিসরে, নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী মুসলমান মাত্র অবশ্যই অন্যকে হকের (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ) দাওয়াত দিতে হবে - অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

এ সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন -

মানুষ যখন জালিমকে জুলুম করতে দেখবে আর তারা তার হাত ধরে তাকে জুলুম থেকে রুখবার দায়িত্ব পালন করবে না, তখন আল্লাহতায়ালা তার পক্ষ থেকে অচিরেই তাদের সকলকে ব্যাপকভাবে আজাবগ্রস্ত করবেন। (তিরমিযি)

দ্বীন ইসলামে তিনপ্রকার জুলুমের কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

অন্য একটি হাদীসে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (দঃ) বলেন-

সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায়, অচিরেই আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। (গজবে

www.pathagar.com

নিপতিত হয়ে) তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না (দোয়া কবুল হবে না)। (তিরমিযি)

সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ - ইসলামী শরীয়তে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামের চিরন্তন জিহাদ। ইসলামী শরীয়তকে যদি মানুষের শরীর হিসেবে ভাবা হয় তাহলে সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ-তার রূহ রূপে তুলনীয়। সুতরাং কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন সময়ে, কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার উত্তরকালীন সময়ে সদা-সর্বদা সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ-এর বাস্তব প্রয়োগ ইসলামের অস্তিত্ব নির্দেশক-মুসলমানের ঈমানী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তাই আল্লাহতায়ালা কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে এবং নবী করীম (দঃ) অনেকগুলো হাদীসে এর উল্লেখ করে আমাদের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। লক্ষ্য-করি কুরআনুল করীমের এ আয়াতটি ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে-যারা আহবান জানাবে কল্যাণের দিকে - নির্দেশ দেবে ভাল ও সৎকাজের আর বারন করবে অন্যায় ও পাপকাজ থেকে আর তারাই সফলকাম।

আয়াত ১০৪; সূরা আলে ইমরান

দেশের সকল সম্মানিত পীর, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমামগণ তথা আলেম-সমাজ নবী করীম (দঃ)-এর উত্তরসূরী। আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)-এর উপর আমল করা শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের উপর ফরজ আর সাধারণভাবে সর্বসাধারণ মুসলমানের উপর ফরজে কেফায়াহ, এতে কোন দ্বিমত নেই।

আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার - ব্যক্তি, সমাজ সংশোধনের এই যে খোদায়ী ব্যবস্থাপত্র, মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর এই যে শাশ্বত বিধান-এর প্রচার ও প্রয়োগ, উভয়টা দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে অনুপস্থিত। দ্বীনি মাহফিল, সভা-সমাবেশ-সেমিনার, মসজিদ-মাদ্রাসাভিত্তিক সার্বক্ষণিক যে দ্বীনি তৎপরতা- কোথাও এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব (Theory) কে তুলে ধরা হয় না - বিস্তারিতভাবে এর বিভিন্ন দিক আলোচনা-পর্যালোচনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে-এর প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তা

www.pathagar.com

প্রয়োগে ব্যর্থতার পরিণাম সম্বন্ধে সতর্কবাণী কোন মহল থেকে উচ্চারিত হতে তেমন শোনা যায় না। হাজার হাজার আলেম, শত শত পীর মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, আশেকে রসূলের আবাসভূমি এই বাংলাদেশ। আফসোস-যদি ফরযিয়তের উপর কোন আলোচনাই না হয়, মানুষকে সচেতন করে না তোলা হয় - তাহলে সে ফরযের উপর আমল করার সম্ভাবনা বা কতটুকু?

নির্মম হলেও সত্য, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ - এই ফরযের উপর আমল করতে কোন আলেমকে দেখা যাচ্ছে না, অথবা কোন আলেমের এই ফরজের উপর আমল করার কথা শোনা যাচ্ছে না। বর্তমানে সমাজের যে অবস্থা-এই ফরজের উপর আমল না করে থাকাটা হক্কানী আলেমের পক্ষে অসম্ভব। বসতবাড়ির এখানে সেখানে টিভি এন্টিনা-ডিস এন্টিনা, ভিডিও-ক্লাব, পথে-ঘাটে এমনকি সাধারণের চলাচলের যানবাহনগুলোতে অশালীন পোষ্টার এবং গানের যে রমরমা অবস্থা, লটারী-সুদী ব্যাংক, হারাম কাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর যে চাকচিক্য, সমাজের এক শ্রেণীর অবৈধ সম্পদের ছড়াছড়ি আর অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত মানুষের কাতর চাহনি-এগুলি ছাড়াও প্রকাশ্যে আরও কত হারাম কর্মকাণ্ডের মহড়া-সব দেখে শুনে আল্লাহভীরু, জনদরদী একজন আলেমের পক্ষে কিরূপে চুপ থাকা সম্ভব? আমাদের ঈমানী দুর্বলতা কোথায় ঠেকলে মসজিদ মার্কেটে ভিডিও ক্লাব আর সুদী ব্যাংকের আস্তানা হতে পারে অথবা মসজিদ আর সিনেমা হল সহ-অবস্থান করতে পারে?

বস্তুতঃ এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার-বার কোটি মুসলমানের দেশে এ হতে পারে না, হওয়ার নয়। এ দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির শিকড় অনেক গভীরে, ধর্মীয় আবেগ এদের প্রবল। তাই পাপী-তাপী হয়ে জাহান্নামের আগুনে এরা জ্বলতে চায় না, বরং সওয়াব কামাই করে জান্নাতের আশায় এরা উন্মুখ, পাগলপারা। শুধু দরকার - আলেম সমাজের সঠিক হেদায়েত-সঠিক দিক নির্দেশনা। শহরে নগরে, গ্রামে-গঞ্জে আজ যে হারামের তান্ডব, মানুষ কর্তৃক মানুষের অধিকার হরনের যে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা - এর অনিবার্য পরিণতি তো পুরো জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক দুনিয়াবী আজাব আর আখিরাতে ততোধিক লাঞ্চনা। আমর বিল মারূফ আর নেহি আনিল মুনকার-সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ- এ ফরজিয়তের উপর আমল করা ছাড়া এ আযাব থেকে জাতির পরিত্রানের কোন পথ নেই। তাই বর্তমান নাজুক

www.pathagar.com

পরিস্থিতিতে দেশের এলাকাভিত্তিক বিশেষ করে মসজিদভিত্তিক আলেম সমাজের নেতৃত্বে বিশেষ করে এলাকার ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে এলাকার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ধর্মভীরু লোকের সক্রিয় পরামর্শ, সহযোগীতায় "আমর বিল মারূফ আর নেহি আনিল মুনকার" কে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে একটি সামাজিক সচেতনা, একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আমার এই আন্তরিক প্রস্তাবের বাস্তবায়নের বিপক্ষে অনেকে অনেক কথা, অনেকে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন। সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি - মুমিন মাত্রই আশাবাদী। শুধু দরকার - সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

আগেই বলেছি - ধর্মীয় অনুভূতি প্রখর হওয়ার কারণে এ দেশের মানুষ সওয়াব লাভের আশায় অধীর। তাই আলেম সমাজের সার্বক্ষণিক এবং সক্রিয় প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের মানুষ সামাজিকভাবে লক্ষ লক্ষ মসজিদ, হাজার হাজার মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং টিকিয়ে রেখেছে। বৎসরে দুই ঈদের নামাজ আদায় করতে বড় জোর ৩/৪ ঘন্টার মত সময়ের দরকার। অথচ মহল্লায় মহল্লায় ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা এবং ঈদের জামাতের ব্যবস্থাপনায় জনগণের উৎসাহে কমতি নেই। মাহে রমজানে মসজিদে মসজিদে হাফেজ সাহেবানদের কণ্ঠে কুরআন খতমের মাধ্যমে তারাবীহ্ নামাজের ব্যবস্থাপনার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অথচ মসজিদ-মাদ্রাসা-ঈদগাহ্-খতম তারাবীহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সকল চেষ্টা-আর্থিক ব্যয় সবই শরীয়তে নফলের শ্রেণীভূক্ত। রমযানের শেষ দশ দিনে মহল্লার মসজিদে এতেকাফে শরীক হওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়াহ্-শরীয়তের এ কাজটিও সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া সারা বৎসর ধরে সারা দেশ জুড়ে যত দ্বীনি মাহফিল, সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হয়, এগুলির ব্যবস্থাপনা ও নফল পর্যায়ের। দলমত নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের এ সমস্ত তৎপরতায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে হচ্ছে - সওয়াবের অংশীদার হয়ে আখিরাতে নাজাত পাওয়া, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আলেম সমাজের নেতৃত্বে, সক্রিয় উদ্যোগে এবং যথাযথ প্রচারে এ দেশের গণমানুষ আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার-এর ন্যায় ফরজে কেফায়া আদায়ে অংশগ্রহণ করবে না- এটা হতে পারে না। আর তাছাড়া, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমাদের যত ইবাদাত-বন্দেগী- তা নামাজ হোক বা জিকির হোক, ফরয হোক বা নফল হোক-এসব কিছুর ফযিলত, কবুলিয়ত যে 'সৎকাজের আদেশ,

www.pathagar.com

অসৎকাজের নিষেধ' এর আমলের উপর নির্ভর করে-তা বোঝার পর মুসলমান মাত্রই সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করার কথা।

'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' থিওরী হিসেবে এটাকে উপস্থাপনা করা যত সহজ, এর উপর আমল করা কিন্তু অনেক বেশী কঠিন। যুগে যুগে এটাই ছিল নবী রসূলদের কাজ এবং শেষ নবীর উম্মত রূপে মুসলিম উম্মাহর আলেম সমাজ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং এ দায়িত্বভার কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন-তা মনে প্রাণে উপলব্ধি করে এর জন্য যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ অপরিহার্য। শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ অবশ্যই অবগত রয়েছেন তাঁদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব তাঁরা কিভাবে আঞ্জাম দিবেন - তবে একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করছিঃ

(১) "আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার" - এ খন্ডিত আয়াতে সৎকাজের জন্য 'মারূফ' শব্দ এবং অসৎকাজের জন্য 'মুনকার' শব্দ আল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞ মুফাস্সিরগণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মারূফ' বলতে সর্বজন স্বীকৃত শরীয়তের জরুরী কর্মসমূহ এবং 'মুনকার' বলতে সর্বসম্মত পাপ কাজ সমূহ চিহ্নিত করেছেন। সাধারণভাবে শরীয়তের ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নতে মোয়াক্কাদা সমূহকে আমরা 'মারূফ' এবং যাবতীয় হারাম কাজকে 'মুনকার' রূপে অভিহিত করতে পারি। আর সর্বসাধারণ মুসলমানসহ ইসলামপন্থী সকল দল-মত ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নতে মোয়াক্কাদা এবং শরীয়তের হারাম বিষয় সমূহে একমত। সুতরাং দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মুসলমানের আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার-এর সামাজিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণে নীতিগত কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে এ বিষয়েও জোর দেওয়ার দরকার-শরীয়তের নীতি অনুসারে ইজতেহাদী মাসআলার বিভিন্নতা স্বীকৃত হওয়ায় তা আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনল মুনকার-এর পর্যায়ে পড়ে না।

(২) মানুষের নেক কাজে অনীহা এবং হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ অজ্ঞতা। অমুসলমানের ঈমান গ্রহণ না করার পেছনে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী মুসলমানের আমল না করার মূল কারণ এই অজ্ঞতা (জাহেলিয়াত-Ignorance)। ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে মানুষের জড়িয়ে পড়ার অনেক যুক্তি, অনেক কথা থাকতে পারে - কিন্তু তার সব বক্তব্য, ধারণা অনুমান নির্ভর, বিবেক নির্ভর, কুরআন-হাদীসের ওহীলব্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের তুলনায় তা ভুল হতে বাধ্য। বুঝ না হওয়ার

www.pathagar.com

কারণে আগুনের শিখা অথবা উত্তপ্ত কয়লার লাল টক্‌টকে টুকরা শিশুর নিকট আকর্ষণীয়, মোহনীয় হাতে পারে - কিন্তু তা বলে কি তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সুতরাং মানুষকে সঠিক বুঝ,সঠিক জ্ঞান দেওয়ার আন্তরিক মনোভাব নিয়ে আমর বিল মারূফ-নেহি আনিল মুনকার-এর দাওয়াত পেশ করাটাই সুন্নত তরীকা।

(৩) আল-কুরআনে নবী-রসূলদের উপাধি হচ্ছে "বশীর" অর্থাৎ সু-সংবাদদাতা এবং "নাযীর" অর্থাৎ সতর্ককারী, ভয়-প্রদর্শনকারী। তাঁরা মানুষকে নেক কাজের জন্য আখিরাতে জান্নাতের খোশখবর এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের ইন্ধন হওয়ার দুঃসংবাদ দিতেন। একই সঙ্গে নবী-রসূলেরা দুনিয়াবী জীবনের অস্থায়ীত্ব, অনিশ্চয়তা এবং আখিরাতের জীবনের চিরস্থায়ীত্ব এবং অনিবার্যতা মানুষের নিকট যুক্তি উদাহরণ সহকারে পেশ করতেন। সুতরাং সাময়িক কষ্ট হলেও ধৈর্য্য, সংযমের পরিচয় দিয়ে নিশ্চিত চিরন্তন সাফল্যের লক্ষ্যে ছুটে যাওয়াটাই সুস্থ পরিপক্ক বিবেকের দাবী।

নবী-রসূলেরা ছিলেন মানুষের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী, জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতা-ভয়াবহতা স্মরণ করে তাঁরা অধীর হয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ছুটে যেতেন। মাতা-পিতা অবুঝ শিশু-সন্তানকে যেরূপ আসন্ন বিপদের আশংকা করে বুকে আগলিয়ে রাখতে শত চেষ্টা করেন-ততোধিক স্নেহ, মামা-মমতায় সিক্ত হয়ে নবী-রসূলেরা বিপদগামী মানবতাকে আলিঙ্গন করতে সচেষ্ট হন। সুতরাং পদস্খলিত মানুষকে সতর্ক করার সময় রহমাতুল্লিল আ'লামীন এর এ সুন্নতকে সকলকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে।

(৪) আল-কুরআনের ১১৪টি সূরা বর্তমানে যেভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে, সেভাবে একত্রে আল্লাহ নাজিল করেননি এবং সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত একের পর এক সূরা, আয়াত যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে - ঠিক সেভাবে ও অবতীর্ণ হয়নি। বরং নবী করীম (সঃ) এর তেইশ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগীতে সামাজিক পট পরিবর্তনের পটভূমিতে যখন যে দিক নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল-ওহী ও সেভাবে নাজিল হয়েছে। আমর বিল মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকার-এর উপর আমলকারীদের কুরআন অবতীর্ণের এই ক্রমধারা বুঝতে হবে, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করে স্থান-পাত্র ভেদে হেকমত সহকারে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে কুরআনের এ আয়াতটির উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

www.pathagar.com

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করুন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদিগের সহিত আলোচনা করুন সদ্ভাবে। আয়াত ১২৫; সূরা নাহল।

(৫) "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ" এ ফরযিয়তের হক আদায়ে যারা উদ্যোগী হবেন, তাদের স্মরণ রাখা দরকার-এ কাজের কোন দুনিয়াবী ফায়দা, বিনিময় তারা কারও নিকট থেকে আশা করেন না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির তুলনায় এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি সবই তুচ্ছ। বরং আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার -এর দায়িত্ব পালনে অবুঝ পথভ্রষ্ট মানুষের নিকট থেকে যদি উপহাস, তিরস্কার এবং নির্যাতন ও পাওয়া যায়, নীরবে তা মেনে নেওয়াটা সময়ের দাবী। এ সম্পর্কে কুরআনের হেদায়েতঃ

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

বলুন - আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। আয়াত ৮৬; সূরা ছোয়াদ।

(৬) ইসলামকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ কয়েকটি দল-মত বর্তমানে সমাজে সক্রিয়। আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার-এর তত্ত্বগত বিষয়ে এদের কারও দ্বিমতের অবকাশ নেই। সুতরাং সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ-এর ফরযিয়ত আদায়ের জন্য স্থানীয়ভাবে মসজিদভিত্তিক সকল দলমতের মিলিতভাবে কাজ করাটা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে দলমত নির্বিশেষে একই ইমামের নেতৃত্বে জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় (লক্ষণীয়-ফরজ নামায জামাতের আদায় করাটা অনেকটা ওয়াজিব পর্যায়ে) আপত্তি না থাকায় ফরযিয়ত আদায়ে তো আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে ইদানীংকালের শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার উদাহরণ টেনে আনা যায়। আমরা জানি-দেশের বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, এমকি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অধিকার স্বার্থ আদায়ে সংগঠন, এসোসিয়েশন, ইউনিয়নের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়-সোচ্চার হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যাবে - সকল দলমত এবং এমনকি বিপরীতমূখী আদর্শের কর্মী অনুসারী হওয়া স্বত্ত্বেও

www.pathagar.com

এ সকল সংগঠনের সদস্যরা তাদের জীবিকা, পেশার বৃহত্তর স্বার্থে একই প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, আমর বিল মারুফ নেহি আনিল মুনকার-এর ফরজিয়ত আদায়ের জন্য ইসলামপন্থীরা শরীয়তের ইজতেহাদী মতভেদের উর্ধ্বে উঠে একই মঞ্চে দাঁড়াবে না - এ কেমন করে হয়?
আল্লাহর কত বড় সতর্কবাণী-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধীতা করতে শুরু করেছে - তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব। আয়াত ১০৫; সূরা আলে-ইমরান।

(৭) এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দেশে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ইসলাম পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের দাপটে আলেম সমাজ তথা ইমাম সমাজ বিক্ষুব্ধ, বেদনাহত। আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে শরীয়ত আরোপিত দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য তারা তীব্র মর্ম - যাতনা অনুভব করেন-খোলামনে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে সচেতন ব্যক্তি মাত্রই তা বুঝতে পারেন। আলেম সমাজের যথাযথ দায়িত্ব পালনের এই যে বাধার প্রাচীর - তার অপসারণ দরকার। সকল কিছু হতে অভাবমুক্ত এবং সকল কাজের কার্যনির্বাহী আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ও একই সঙ্গে সমাজের সমমনা আল্লাহভীরু লোকের সঙ্গে উঠা-বসা, আলাপ-আলোচনা এবং আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া মোটেও কঠিন নয়।
(৮) এটা বলা সম্ভবতঃ সত্যের অপলাপ হবে না যে, আমাদের আলেম সমাজ তথা ইমাম সমাজ জন-বিচ্ছিন্ন, গণ-বিচ্ছিন্ন। মসজিদের মেহরাব-মিম্বর, আপন হুজরাখানা, স্ব স্ব কর্মস্থান, গতানুগতিক ঘরোয়া মজলিশ অথবা সভা-মাহফিলের মঞ্চের বাহিরে যে বৃহত্তর কর্মমুখর সামাজিক অঙ্গন-তাতে আলেম সমাজের পদচারনা কতটুকু? ধর্মীয় অনুভূতির কারণে সর্বসাধারণ জনগণ আলেম সমাজ বিশেষ করে নিজ নিজ স্থানীয় ইমাম সাহেবকে যথেষ্ট সমীহ এবং শ্রদ্ধা করেন। তাই শত ব্যস্ততা স্বত্ত্বেও এ মূহুর্তে বড় বেশী দরকার-আমর বিল মারুফ এবং নেহি আনিল মুনকার - এর বার্তা নিয়ে সমমনা-লোকসহ আলেম সমাজের নিজ নিজ এলাকার অলিতে-গলিতে, পথে-প্রান্তে বিচরণ করা-সর্বস্তরের মানুষের মন-

www.pathagar.com

মানসিকতা জিজ্ঞাসার সঙ্গে পরিচিত হওয়া-অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করা। জনে জনে, ঘরে ঘরে দাওয়াতের পাশাপাশি জুমাবারসহ মসজিদভিত্তিক অন্যান্য বৃহত্তর জনসমাগমে যথাযথ নসীহতের মাধ্যমে আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার-এর আহবান পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। এটা স্মরণ রাখা দরকার, সক্রিয় জনমত গঠন - জনসমর্থন সৃষ্টি ছাড়া কোন সামাজিক আন্দোলন সফল হতে পারে না।

(৯) বাংলাদেশে এক মসজিদ হতে অন্য মসজিদের দূরত্ব কতটুকু - অনেক ক্ষেত্রে তো এক মসজিদের আজান অন্য মসজিদ থেকেও শোনা যায়। সুতরাং আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার-এর ফরযিয়ত আদায়ের নিয়তে প্রতিবেশী মসজিদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা - ঐ মসজিদের ইমাম, ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদেরকেও একই কাজে সম্পৃক্ত করা মোটেও অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ এভাবে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দুলক্ষেরও অধিক সংখ্যক মসজিদকে একই প্লাটফরমে আনা যেতে পারে। আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার-এর এ যে সামাজিক আন্দোলন-সারা দেশব্যাপী এর বিভিন্ন স্তর থাকতে পারে। মসজিদগুলোকে তৃণমূলে ধরে নিয়ে ওয়ার্ড / ইউনিয়ন, থানা, জেলা, বিভাগ এবং সর্বোচ্চ জাতীয় পর্যায়ে এর অনানুষ্ঠানিক কাঠামো বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১০) প্রতিদিন খবরের কাগজে অথবা রাস্তাঘাটে দেখা যায়-হরেক রকমের সংগঠন, ইউনিয়ন, সমিতি-তাদের দুনিয়াবী বিবিধ দাবী দাওয়া নিয়ে জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় এবং তাদের দাবীর পক্ষে চাপ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা প্রশাসন যন্ত্রে যারা কল-কাঠি নাড়েন, এদের প্রায় সবাই তো মুসলমানের সন্তান। মুসলমানের রক্ত তো এদের ধমনী শিরায়। এদের অনেকের পদস্খলন হতে পারে - ঈমান, ইসলামের সঠিক বুঝ নাও থাকতে পারে। কিন্তু এদেরকে তো অমুসলমান বলা যাবে না, এদের মৃত্যুর পর জানাযা নামায (তাও আবার ফরযে কেফায়া) তো পড়তে হবে এবং তাও কোন না কোন আলেম-ইমামের নেতৃত্বে। সুতরাং যারা মৃত্যুর পর তাদের জানাযার জন্য আলেম সমাজ, ইমাম সমাজের মুখাপেক্ষী -সে আলেম, ইমাম-সমাজের পক্ষে আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার-এর বার্তা নিয়ে জন প্রতিনিধি বা প্রশাসনের নিকট বক্তব্য পেশ করা নিশ্চয়ই কঠিন নয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আল্লাহর দোহাই দিয়ে, আল-কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং রসূলে করীম (সঃ)-এর উদাহরণ পেশ করে দেশের আলেম সমাজকে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনকে সরাসরি হেদায়েত দান

www.pathagar.com

অতি জরুরী। আর এটা তো জানা কথা- আল্লাহ্, আল-কুরআন এবং রসূলে করীম (সঃ)-এর উল্লেখে মুমিন মাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হওয়ার কথা, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠার কথা - দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হওয়ার কথা। ইসলামী জিন্দেগী-আমলী জিন্দেগী-অনুশীলনের জিন্দেগী। তত্ত্বকথা অনেক লেখা যায়, অনেক উচ্চারণ করা যায় - কিন্তু যতক্ষণ না সে অনুযায়ী আমল করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার এলেমের দ্বার উন্মোচিত হবে না - সফল সামাজিক আন্দোলনের কর্মনীতি, কর্মকৌশল হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হবে না। তাই এ মুহূর্তে দরকার, আল-কুরআন এবং নবী করীম (সঃ)-এর জীবনীকে পাথেয় ধরে দেশের আলেম সমাজ, ইমাম সমাজকে আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার-এর ফরযিয়তের উপর কার্যকরীভাবে আমল করা- মানুষকে সৎকাজের উৎসাহ দেওয়া এবং সমাজে যে সকল হারাম কাজ হচ্ছে, সে ব্যাপারে সতর্ক করা।

পুরো জনপদের উপর আল্লাহর ব্যাপক আযাব থেকে নাজাত পেতে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে, সমাজের সকল শ্রেণীর শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার এর বিকল্প নেই।

প্রতি সপ্তাহে জুমাবারে প্রায় মসজিদের ইমাম সাহে'গণ ছানী খোতবায় কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন-যার মমার্থ প্রায়ই আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার-এর সমর্থক অথচ আরবী ভাষা না বোঝার কারণে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অভাবে সমবেত মুসল্লীদের মনে তা মোটেও রেখাপাত করে না। সূরা নাহলের ৯০তম এ আয়াতটি হচ্ছে-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ط يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

মহান আল্লাহর কী কালেমা (কথা) - কী বাণী - কিছুই তো বাদ নেই, সব হেদায়েতই তো রয়েছে ছোট্ট এ আয়াতে!

হে আল্লাহ্ ! তোমার কালেমা যেন শিরে ধারণ করতে পারি -তোমার আয়াত বুকে নিয়ে জনে জনে প্রচার করে যেন বাঁচতে পারি,মরতে পারি।

———— ○ ————

www.pathagar.com

www.pathagar.com